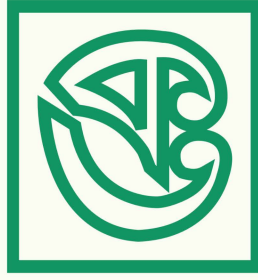


ধর্ম-তুধা

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির
সঙ্কলিত ও অনুদিত





কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

ধৰ্ম্ম-সুধা

----- ॐ . ॐ -----

DHARMA SUDHA

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির
সঙ্কলিত ও অনুদিত

----- ॐ . ॐ -----

১০-০৮-১৯৯৪ ইংঃ।

বিজ্ঞপ্তি

ভগবান বুদ্ধের অমৃত বাণী একান্ত হিতকর, সুখকর ও কল্যাণজনক। তাঁহার পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করা এবং ধর্মের নীতি সমূহ পালন করা, ইহাই মানব জীবনের একমাত্র মার্থকতা। পূর্বে যেই ‘বুদ্ধ-বন্দনা’ পুস্তক ছাপান হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। অনেকে তাহা চাহিতেছেন বটে, কিন্তু পাইতেছেন না। এইবার ‘বুদ্ধ-বন্দনার’ নূতন রূপ দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রথম পরিচ্ছেদে বুদ্ধ-বন্দনা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দেওয়া হইয়াছে। মূল পালির সহিত অনুবাদ সংযোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সূত্র পিটকের অন্তর্গত ‘বুদ্ধকথা’ অনুবাদসহ দেওয়া হইয়াছে। এই ‘বুদ্ধকথা’ পালি আদ্যাপরীক্ষার পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা জনসাধারণের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী বিষয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিব্বাণ ও মার্গ সম্বন্ধে নূতন ভাবধারার রূপকের মধ্যে বিবৃত করা হইয়াছে। কারণ তাহা পরমার্থ ধর্ম, মানবের ভাষায় তাহার স্বরূপ বর্ণনা হুঃসাধ্য। এই ক্ষত্র যাহাতে সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবহারিক সত্যের দিক্ দিয়া রূপকের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎপরে রূপক বিষয়টি তুলনা করিবার জন্য পরমার্থ বিষয়টি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রকৃত ভাবধারা ‘প্রজ্ঞা-ভাবনা’ নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, বর্তমানে কাগজের দুর্ন্যূনতা হেতু পুস্তক ছাপান কষ্টকর হইয়াছে। আমার প্রিয় শিষ্য আসাম নিবাসী শ্রীমৎ শ্রীলব্ধ স্ববিদের অর্থসাহায্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। তজ্জন্য আমি তাহার চিরমঙ্গল কামনা করি। এখন এই পুস্তকের দ্বারা জনসাধারণের উপকার সাধিত হইলেই আমি সুখী।

ইতি—

গ্রন্থকার

ধর্ম-সুখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

(বন্দনা)

বুদ্ধ-বন্দনা

১। নমো তস্ম ভগবতো অরহতোসম্মাসম্বুদ্ধস্ম (তিনবার) ।

অনুবাদ :—সেই ভগবান অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধকে (আমার) নমস্কার ।

২। ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো
সুগতো লোকবিদু অনুষত্তরো পুরিস-দম্ম-সারথি সখা দেব-
মমুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি ।

অনুবাদ :—“ইতিপি” অর্থ এই—এই কারনে । ‘সো ভগবা—সেই ভগবান । অর্থাৎ এই সমস্ত কারণে—যেই ভগবান অরহৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিজ্ঞা চরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদু, অনুষত্তর (শ্রেষ্ঠ), পুরুষ-দম্ম-সারথি অদমিত লোককে দমিত বা বিনীত করিয়া মুক্তির পথে আনয়নের বা পরিচালনের উপযুক্ত সারথি-নাযক), দেব-মমুস্সাগণের শাস্তা-শাসক, বুদ্ধ ভগবান ।

৩। বুদ্ধং জীবিত—পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি ।

অনুবাদ :—জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন আমি বুদ্ধের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতেছি ।

৪। যে চ বুঝা অতীতা চ
 যে চ বুঝা অনাগতা
 পচ্ছন্নান্না চ যে বুঝা
 অহং বন্দামি সববদা।

অনুবাদ :—অতীত কালে যে সকল বুদ্ধ ছিলেন, ভবিষ্যতে যে সকল বুদ্ধ হইবেস এবং বর্তমানে (বর্তমান ভক্তকন্ডে) যে সকল বুদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্বদা বন্দনা করি—অখনত মন্তকে নমস্কার করি।

৫। নখি মে সরণং অঞ্ঞং,
 বুদ্ধো মে সরণং বরং।
 এতেন 'সচ্চ-বজ্জেন
 তোতু মে জয়-মঙ্গলং।

অনুবাদ :—আমার আর অন্য কোনও শরণ-বা আশ্রয় নাই, বুদ্ধই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্যদ্বারা আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৬। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং
 পাদপংসু বরুত্তমং।
 বুদ্ধে যো খলিতো দোসো,
 বুদ্ধো খমতু তং মমং।

অনুবাদ :—ভগবান বুদ্ধের শ্রীপাদধূলা আমার উত্তমঙ্গ শিরে ল আমি তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। যদি আমি বুদ্ধের প্রতি অজ্ঞানতঃ বশতঃ কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হে ভগবন! আমাকে ক্ষমা করুন।

অষ্টবিংশতি (২৮ জন) বুদ্ধ-বন্দনা

- ১। বন্দে 'ভগ্‌হকরং' বুদ্ধং
বন্দে 'মেধকরং' মুনিং
'সরগকরং' মুনিং বন্দে
'দীপকরং' জিনং নমে।

অনুবাদ :—আমি 'ভগ্‌হকর' বুদ্ধকে বন্দনা করি, 'মেধকর' মুনিকে
এবং 'দীপকর' জিনকে (বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

- ২। বন্দে কোণ্ডঞ্ঞ-সখারং
বন্দে মঙ্গল-নায়কং
বন্দে স্ত্রমন-সম্বুদ্ধং
বন্দে রেবত-নায়কং।

অনুবাদ :—আমি 'কোণ্ডঞ্ঞ' (কোণ্ডাণা) শাতাকে (বুদ্ধকে)
বন্দনা করি, মঙ্গল নায়ককে (মঙ্গল বুদ্ধকে), স্ত্রমন সম্বুদ্ধকে এবং রেবত
নায়ককে (রেবত বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

- ৩। বন্দে 'শোভিত' সম্বুদ্ধং
'অনোমলসিং' মুনিং নমে,
বন্দে 'পচুম' সম্বুদ্ধং
বন্দে 'নারদ' নায়কং।

অনুবাদ :—আমি 'শোভিত' সম্বুদ্ধকে বন্দনা করি, অনোমলসিং
মুনিকে, 'পচুম' সম্বুদ্ধকে এবং নারদ নায়ককে (নারদ বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

- ৪। 'পদ্মমুত্তরং' মুনিং বন্দে
বন্দে 'সুমেধ' নায়কং
বন্দে 'সুজাত' সমুদ্রং
'প্রিয়দর্শিনঃ' মুনিং নমো ।

অনুবাদ :—আমি 'পদ্মমুত্তর' মুনিকে বন্দনা করি, সুমেধ নায়ককে, সুজাত সমুদ্রকে এবং প্রিয়দর্শী মুনিকে নমস্কার করি।

- ৫। অশ্বদর্শিনঃ মুনিং বন্দে
'ধর্মদর্শিনঃ' জিনং নমো,
বন্দে সিদ্ধার্থ সৎসারং
বন্দে তিস্য মহামুনিং ।

অনুবাদ :—আমি অর্ধদর্শী মুনিকে বন্দনা করি, ধর্মদর্শী জিনকে, সিদ্ধার্থ শাস্ত্রকে (বুদ্ধকে) এবং তিস্য মহামুনিকে বন্দনা করি।

- ৬। বন্দে কুসুম মহাবীরং
বন্দে বিপদসিংহ-নায়কং
সিংহিং মহামুনিং বন্দে
বন্দে 'বেঙ্গসঙ্গ' নায়কং ।

অনুবাদ :—আমি 'কুসুম' মহাবীরকে ('কুসুম' নামক বুদ্ধকে) বন্দনা করি, 'বিপদসিংহ' নায়ককে, সিংহী মহামুনিকে এবং 'বেঙ্গসঙ্গ' নায়ককে বন্দনা করি।

- ৭। ককুসঙ্গং মুনিং বন্দে
বন্দে কোনাগমন নায়কং

কস্মপঃ সুগতং বন্দে

বন্দে গোতম নায়কঃ

অনুবাদ :—আমি কস্মপ' মুনিকে বন্দনা করি, 'কোনাগমন' নায়ককে (বুদ্ধকে), 'কস্মপ' সুগতকে (কণ্ঠপ বুদ্ধকে) এবং 'গোতম' নায়ককে (গৌতম বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

৮। অট্ঠবীসতিমে বুদ্ধা

নিব্বাণমত দায়ক্কা,

নমামি সিরসা নিচ্চং,

ভে মে রক্ষন্তু সর্বদা।

অনুবাদ :—এই অষ্ট বিংশতি (২৮ জন) বুদ্ধ নির্বাণ-অমৃত দাতা। আমি তাঁহাদিগকে নিত্য অবনতশিরে অভিবাদন করি নমস্কার করি। তাঁহারা সর্বদা আমাকে আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করুন—পুনর্জন্ম-দুঃখ হইতে আমাকে মুক্ত করুন।

ধর্ম-বন্দনা

১। স্বাক্ষাতো ভগবতা ধম্মো সন্নিটিঠকো অকালিকো
এহি পসিসকো ওপনায়িকো পচ্চত্তং বেদিতকো
বিএঃ ঞ্জুহী'তি।

অনুবাদ :—স্ব + আক্ষাতো = স্বাক্ষাতো, ইহার অর্থ স্মরণরূপে
আখ্যাত—ব্যাখ্যাত। ভগবতা—ভগবান কর্তৃক। ধম্মো—ধর্ম, এখানে

বুদ্ধ-বাক্য ত্রিপিটকসহ নববিধ লোকোত্তর ধর্মই দ্রষ্টব্য, লোকোত্তর চারি মার্গ, চারি ফল ও নির্বাণ এই নয় প্রকার ধর্মকে নব লোকোত্তর ধর্ম বলে। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক এই ধর্ম সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যাত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

সন্ধিটিকো—স্বয়ং দ্রষ্টব্য, জ্ঞান চক্ষুদ্বারা দর্শনের যোগ্য, চারি আর্থাভ্যাস্তা লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞানের বিষয়ীভূত, এতদ্ভূত এই ধর্ম—“সং (স্বয়ং)+ দিটিঠিকো=সন্ধিটিঠিকো” অর্থাৎ স্বীয় মার্গ-জ্ঞানের দর্শন যোগ্য, অথবা সম্যক দৃষ্টি বা সত্য দৃষ্টি, লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি (সম্যক জ্ঞান) বন্ধাবা চারি আর্থাভ্যাস্তা প্রত্যক্ষ করা হয় অকালিকো,—নকালিকো=অকালিকো, অকালিক ধর্ম (লোকোত্তর মার্গচিহ্ন) বাহার ফল প্রদানে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা করেনা, লোকোত্তর মার্গ চিত্ত-উৎপত্তির পরক্ষণেই (বিধিচিত্ত নিয়মে) ইহার ফল-চিত্ত উৎপন্ন হয়, এতদ্ভূত এই লোকোত্তর মার্গ-চিত্তকে অকালিক ধর্ম বলে। এই মার্গ-চিত্তসহজাত জ্ঞানকে মার্গ-জ্ঞান বলে, যাহা দ্বারা রাগ-দোষ-মোহাদি দশবিধ ক্লেশ বা রিপু দূরীভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই চারি আর্থাভ্যাস্তার দর্শন লাভ হয়। কেবল মার্গ বলিলে স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হং মার্গ এই চতুর্বিধ মার্গকেই বুঝায়। এই চতুর্বিধ মার্গের চতুর্বিধ ফল, যথা—স্রোতাপত্তি-ফল, সঙ্কদাগামী ফল, অনাগামী ফল এবং অর্হংফল। উক্ত চারি প্রকার মার্গ এই চারি প্রকার ফল প্রদান করিতে বেশী সময় লাগে না, মার্গ-চিত্ত বা মার্গ-জ্ঞান উৎপত্তির ঠিক পরক্ষণেই ইহার ফল-চিত্ত বা ফল-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে লোকোত্তর মার্গ-চিত্ত বা মার্গ-জ্ঞান অকালিক ধর্ম বলিয়া কথিত হয়। এহি-পসিসকো—এহি—পস্‌স=“এস এবং দেখ” এইরূপ বলিয়া যোগ্য ধর্ম—সত্যধর্ম, এতদ্ভূত লোকোত্তর মার্গ ‘এহি-পসিসক’ ধর্ম। ওপনাব্বিকো—নির্বাণে উপনয়ন করে বা আনয়ন করে এই অর্থে লোকোত্তর মার্গ “ওপনাব্বিক” বা ওপনাব্বিক ধর্ম, অথবা মার্গ-জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণ

সাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাহা দর্শনের বিষয়, একত্র নির্বাণ “ঐশ্বর্যিক” বা ঐশ্বর্যিক ধর্ম। পক্ষান্তঃ—প্রত্যেকে, নিজে নিজে। বেধিতকো—জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য, জ্ঞানিবার বিষয়। বিঞ্ঞুহি—বিজ্ঞগণ কর্তৃক। অর্থাৎ নববিধ লোকোত্তর ধর্ম বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিম্ন নিম্ন জ্ঞানে জ্ঞানিবার বিষয়।

২। ধন্যং জীবিত-পরিব্রজ্যং সরণং গচ্ছামি।

অনুবাদ :—যাবজ্জীবন আমি ধর্মের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতেছি।

৩। যে চ ধন্যা অতীতাচ,
যে চ ধন্যা অনাগতা,
পচ্চুম্মা চ যে ধন্যা,
অহং বন্দামি সর্বদা।

অনুবাদ :—অতীত কালে যে সকল বুদ্ধ-ধর্ম ছিলেন, ভবিষ্যতে যে সকল বুদ্ধ-ধর্ম হইবেন এবং বর্তমানে (বর্তমান ভক্তকল্পে) যে সকল বুদ্ধ-ধর্ম আছেন, সেই সকল ধর্মকে আমি সর্বদা বন্দনা করি—অবনত মস্তকে নমস্কার করি।

৪। নখি মে সরণং অঞ্ঞাঃ
ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন
হোতু মে জয়-মঙ্গলং।

অনুবাদ :—আমার আর অন্য কোনও শরণ (আশ্রয়) নাই, ধর্মই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্যদ্বারা আমার জয় ও বঙ্গল হউক।

- ৫। উত্তমাস্ত্রেন বান্দ'হং
 ধর্ম্যং ত্রিবিধং বরং ।
 ধর্ম্যে যো ঋলিতো দোসো,
 ধর্ম্মো ধমহু তং মমং ।

অনুবাদ :—লোকোত্তর মার্গ, ফল ও নির্বাণ এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে আমি উত্তমাস্ত্র শিরে বন্দনা করি। যদি আমি ধর্ম্মের প্রতি সজ্ঞানতা বশতঃ কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে হে ধর্ম্ম! আমাকে ক্ষমা করুন।

সঙ্ঘ-বন্দনা

- ১। সুপটিপম্নো ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো, উজ্জুপটিপম্নো
 ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, ঞ্জায়পটিপম্নো ভগবতো
 সাবক-সঙ্ঘো, সামীচি পটিপম্নো ভগবতো সাবক-
 সঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিস-মুগানি, অট্ট
 পুরিস-পুগ্গলা, এস ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো,
 তাহণেয়ো পাহণেয়ো দক্কিথণেয়ো অঙ্কলীকরণীয়ে।
 অমুত্তরং পুণ্ণং একেধন্তং লোকসুসাঁতি ।

অনুবাদ :—(১) সুপটিপম্নো—সুপ্রতিপন্ন, সুপ্রতিপদায় প্রতিপন্ন, “সুপ্রতিপদা” অর্থ উত্তম পথ, “প্রতিপন্ন” অর্থ গিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা নীল-সমাধি-বিদর্শনরূপ উত্তম প্রতিপদায় (শ্রেষ্ঠ মার্গে) প্রতিপন্ন হইয়া—

পুণ্ড্রাশ্রমপুণ্ড্ররূপে ধর্ম সাধনা করিয়া নির্ঝণ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সত্ত্ব (আরাধ্যশিষ্য সত্ত্ব) ।

(২) উজ্জ্বলটিপন্নো—উজ্জ্বলপ্রতিপদায় প্রতিপন্ন, বুদ্ধ কর্তৃক দেখিত--প্রদর্শিত প্রতিপদাই (আরাধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই) উজ্জ্বলপ্রতিপদা যাঁহারা এইরূপ সোজা পথে চলিয়া বা নিয়মিতভাবে ধর্ম সাধনা করিয়া নির্ঝণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সত্ত্ব ।

(৩) ঐয়টিপন্নো—‘ঐয়’ অর্থ নির্ঝণ, যাঁহারা নির্ঝণ লাভের জন্য প্রতিপন্ন হইয়া—নির্ঝণ-পথে সাধনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সত্ত্ব । অথবা ‘ঐয়’ অর্থ ত্রায়, যাঁহারা ত্রায় পথে (আরাধ্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গে) চলিয়া পুনর্জন্ম-দুঃখের অবসান করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সত্ত্ব ।

(৪) সমীচিটিপন্নো—সমীচীন্ প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হইয়া অর্থাৎ উপযুক্ত পথে (আরাধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে) ধর্ম সাধনা করিয়া যাঁহারা অরুচত্ব-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সত্ত্ব (আরাধ্যশিষ্য সত্ত্ব) । সুতরাং দেখা যায়, বহুবিধ কুপথ বা বিপরীত পথের মধ্যে সূ, উজ্জ্ব, ত্রায় এবং সমীচীন্ এই চারি প্রকার বিশেষণে বিশিষ্ট পথট সূপথ, উজ্জ্বপথ, ত্রায়পথ ও সমীচীন্ পথ ; ইহাট নির্ঝণ লাভের একমাত্র সূপথ বা সঃ প্রতিপদা—যাহা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়, নির্ঝণ-সাক্ষাৎকারের ইহাট অষ্টাঙ্গিক মার্গ । “অষ্টাঙ্গিক মার্গ” অর্থ অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট মার্গ । সেই অষ্টবিধ বিশেষণ এই :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি । অতএব এই রকম শ্রেষ্ঠ পথে চলিয়া যাঁহারা আরাধ্য শ্রাবক হইয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ :—শ্রোতাপত্তি মার্গস্থ পুণ্ডল (আরাধ্যপুরুষ)

ও স্রোতাপত্তি-ফলস্থ পুদ্গল এই এক যুগল (এক ঘোড়া)। সন্ধদাগামী মার্গস্থ পুদ্গল ও সন্ধদাগামী ফলস্থ পুদ্গল এই এক যুগল। অনাগামী মার্গস্থ ও অনাগামী ফলস্থ পুদ্গল এই এক যুগল। এবং অরহৎমার্গস্থ ও অরহৎফলস্থ পুদ্গল এই এক যুগল বা এক ঘোড়া। স্তূতরায় দুই দুইজন ঘোড়া হিসাবে ছোট চারি যুগল এবং এক একজন সংখ্যা হিসাবে সমুদায় আটজন পুদ্গল (আর্ধ্য পুরুষ), অর্থাৎ আট প্রকার আর্ধ্যশ্রাবক সম্ভব। ভগবান বুদ্ধের এই শ্রাবক সম্ভবই—‘আহ্নেন্নো’ ইহার অর্থ আহ্নেন্নের যোগ্য অর্থাৎ পূজার পাত্র—চীবরাদি প্রত্যাদানের যোগ্য পাত্র। “পাহ্নেন্নো”—পুনঃপুনঃ পূজা করিবার যোগ্য পাত্র, দূর হইতেও তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া, অথবা নিজে দূরে যাইয়াও তাঁহাদিগকে দান করিবার জন্ত দানের উপযুক্ত পাত্র। “দক্ষিণেন্নো”—দক্ষিণার যোগ্য, ‘দক্ষিণা’ অর্থ দান, প্রেতাশ্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি দানময় পুণ্যকর্মে দান করিবার উপযুক্ত পাত্র। “অঞ্জলীকরণীয়ে”—দুই হাত ছোড় করিয়া অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার যোগ্য পাত্র। অমৃত্তরং—অমৃত্তর, শ্রেষ্ঠ। পুঞ্ঞক্খত্তং—পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যবীজ বপন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র—প্রচুর শস্য উৎপাদনের উর্বরা জমি সদৃশ। লোকস্স—লোকের, দেব-মুখ্যাদি জীবগণের। ইহার ভাবার্থ :—ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসম্মত জীবলোকে দানের উপযুক্ত পাত্র, পূজার পাত্র, নমস্কারের যোগ্য এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। কাজেই সেই আর্ধ্য শ্রাবক সম্ভবের গুণাবলী সর্বদা স্মরণ করা—অন্তরে আগাইয়া রাখা মহাপুণ্য। ইহাকে বলে ‘সম্মানুস্মৃতি-ভাবনা’। সম্ভবের গুণ অবলম্বন বা অবলম্বন করিয়া ভাবনা করিলে বা ধ্যান করিলে, তাহাতে উপচার-সমাধি বিশেষ চিত্ত সমাহিত হয়—একাত্র হয় এবং লোভ-দেহ-মোহাদি দূরে সরিয়া যায়, ইত্যাদি চিত্ত শাস্ত হয় এবং বিদর্শন ভাবনার যোগ্য হয়। এইরূপ শাস্ত

চিত্তে সাধক পুনঃ বিদর্শন-ভাবনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ক্রমাগতঃ দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানলাভের পর লোকোত্তর সোভাপত্তি যোগ-ফলাদি লাভ করেন—পুনর্জন্ম-দুঃখের অবসান করেন তিনি অর্হং, লোকে অগ্র পুণ্যনীয় এবং দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। এইরূপ বুদ্ধের গুণ ও নবলোকোত্তর ধর্মের গুণও স্মরণীয়। ইহাকে বলে ‘বুদ্ধানুস্মৃতি’ ও ‘ধর্ম্যানুস্মৃতি’ ভাবনা। অন্ততঃ পক্ষে সকালে ও বৈকালে বুদ্ধরূপ, ধর্মরূপ ও সজ্বরূপ এই ত্রিরূপের গুণাবলী স্মরণ করিয়া—অন্তরে আপাটিয়া উপাসনা বা বন্দনা করাও মহাপুণ্য।

২। সজ্জং জীবিত পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি

অনুবাদ :—আমি যাবজ্জীবন সংসারের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতেছি।

৩। য়ে চ সজ্জা অতীতা চ,

য়ে চ সজ্জা অনাগতা,

পচুপ্পমা চ য়ে সজ্জা

অহং বন্দামি সব্বদা।

অনুবাদ :—অতীতকালে বুদ্ধদিগের যেসকল শ্রাবকসংঘ ছিলেন, ভবিষ্যতে বুদ্ধগণের যেসকল শ্রাবকসংঘ হইবেন এবং বর্তমান ভিক্ষুসঙ্গে বুদ্ধগণের যেসকল শ্রাবকসংঘ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্বদা অস্তিত্বানুস্মরণ করিতেছি।

৪। নখি মে সরণং অঞংঞং.

সজ্জো মে সরণং ববং

এতেন সচ্চ বজ্জেন হোতুমে জয়মঙ্গলং।

অনুবাদ :—আমার আর অন্য কোনও শরণ বা আশ্রয় নাই,

ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসংঘই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ এই সত্য বাক্য দ্বারা
আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৫। উত্তমশ্রেন বন্দে'তং সজ্জনং দ্বিবি ধুত্তমং,

সজ্জে য়ো খলিতো দোসো, সজ্জো ধমহুত্তং মমং।

অনুবাদ :—লোকোত্তর মার্গস্থ ও ফলস্থ দ্বিবিধ উত্তম-সংঘকে আমি
উত্তমশ্রী শিরে বন্দনা করি। যদি আমি সংঘের প্রতি অজ্ঞানত^১ বশত
কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হে সংঘ! আমার অপরাধ মার্জনা
করুন।



উপাধ্যায়-আচার্যাদিসহ ত্রিরত্ন-বন্দনা

বুদ্ধ ধর্ম্মা চ পচ্চেকবুদ্ধ-সজ্জা চ সামিকা।

দাসো'বহমস্মি মেতেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা,

তিসরণং তিলকখণ্ডপেক্ষং নিক্বাগমস্তিমং

সুবন্দে সিরসা নিচ্চং, লভামি তিবিধমহং।

তিসরণঞ্চ সিরে ঠাতু, সিরে ঠাতু তিলকখণ্ডং

উপেক্ষা চ সিরে ঠাতু, নিক্বাগং ঠাতু মে সিরে।

বুদ্ধে সাকরুণে বন্দে, ধর্ম্মে পচ্চেকসম্মুজে

সজ্জে চ সিরসাহেব, তিধা নিচ্চং নমমাহং।

নমামি সপ্তনোবাদ অশ্রমাদ-বচনশ্রুতং

সর্বোপি চেতিয়ে বন্দে উপজ্ঞাচরিয়ে মমং ।

ময়্যহং পণামতেজেন, চিত্তং পাপেহি মুচ্চতং ।

অনুবাদ :—বুদ্ধ, ধর্ম, পচেকবুদ্ধ ও সজ্ঞ তাঁহারা আমার প্রভু এবং আমি তাঁহাদের অধম সেবক । তাঁহাদের গুণ আমার শিরে সর্বদা থাকুক । তিশরণ, পঞ্চশুদ্ধ বা 'নাম রূপের' অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা লক্ষণ ত্রিলক্ষণ ; সংস্কারোপেক্ষা অর্থাৎ ত্রিলোকস্থ সংস্কারপুঞ্জের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা লক্ষণ দেখিয়া তৎপ্রাপ্ত উপেক্ষা-জ্ঞান বা তীত্র উদাসীনভাব এবং নির্ক্ষাণ, এই সমুদায়কে আমি অবনত শিরে সदा বন্দনা করি । আমি যেন লোকোত্তর মার্গ, ফল ও নির্ক্ষাণ এই ত্রিবিধ ধর্মলাভ করিতে পারি । তিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা এবং নির্ক্ষাণ আমার শিরে থাকুক । হয়াময় বুদ্ধ, ধর্ম, পচেকবুদ্ধ ও সজ্ঞকে আমি কায়-মনো-বাক্যে ও অবনত মস্তকে নিত্য নমস্কার করি । গুণবানের মহাপরিনির্ক্ষাণ সময়ে তাঁহার অস্তিত্ব উপদেশ "অপ্রমাদ" বচনকে আমি নমস্কার করিতেছি । সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ-ধাতু, বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধরূপ এই ত্রিবিধ চৈত্যকে আমি বন্দনা করিতেছি । আমার উপাখ্যায় ও আচার্যাগণকে আমি বন্দনা করিতেছি । আমার এই প্রণামের তেজে অর্থাৎ প্রণামময় পুণ্যকর্ম দ্বারা আমার চিত্ত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হউক ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଧୂନ୍ଦକ-ପାଠ

ନମୋ ତସ୍ୟ ଭଗବତୋ ଅରହତୋ ସନ୍ନ୍ୟାସଧୂନ୍ଦକସ୍ୟ ।

—#—

ସରଣତ୍ରୟଂ ।

ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ଧର୍ମ୍ୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ମଞ୍ଜୁଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ଦୁର୍ତ୍ତିୟମ୍ପି ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ଦୁର୍ତ୍ତିୟମ୍ପି ଧର୍ମ୍ୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ଦୁର୍ତ୍ତିୟମ୍ପି ମଞ୍ଜୁଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ତତ୍ତିୟମ୍ପି ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ତତ୍ତିୟମ୍ପି ଧର୍ମ୍ୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ତତ୍ତିୟମ୍ପି ମଞ୍ଜୁଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

—::—

ଦଶ ସିଦ୍ଧିପଦଂ ।

ପାପାତିପାତା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧିପଦଂ ସମାଦିୟାମି

ଅଦିନାଦାନା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧିପଦଂ ସମାଦିୟାମି

অব্রহ্মচরিয়্য বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 বিকাল ভোজন বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী
 সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 উচ্চাসয়ন-মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
 জাতরূপ-রজত-পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

দ্বিত্বিংসাকারো

অথি ইমস্মিং কায়ে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা,
 তচো, মংসং নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জং, বকং
 হৃদয়ং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং,
 অস্থং, অস্থগুণং, উদরিয়ং, করীসং, পিত্তং, সেম্হং,
 পুকেবা, লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্সু, বসা, থেলো,
 সিজ্জানিকা, লসিকা, মুত্তং মথলুস্সন্তি ।

অনুবাদ :—কায়গত স্থিতি ভাবনাকরী নিজের শরীরে কি আছে,
 তাহা মনোযোগের সহিত দেখেন—জ্ঞানপূর্বক এইরূপ চিন্তা করেন :—
 এই শরীরে আছে—কেশ (মাথায় চুল), লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস

শ্রাবু, অস্থিমজ্জা, বৃক (মূত্র শোধক যন্ত্র বিশেষ), হৃদয় (হৃৎপিণ্ড), যকৃৎ, ক্লোম, গ্রীহা, ফুসফুস, অস্থি (অঁতুড়ি), অস্থিগুন (অস্থি বেইনৌ শ্বেতবর্ণ পর্দাবিশেষ), উদরিশ (উদরস্থ বা পাকস্থলীর ভুরু দ্রব্য), পুরীষ (বিষ্ঠা), শিত্ত, প্লেম্মা, পূঁষ, রক্ত শ্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্কি, লালী, (থুথু), সিজ্বানক (শিখনৌ), লসিকা (গ্রন্থীতৈলবিশেষ), মূত্র, এবং মস্তকে মগজ :

ভাবার্থঃ—যেই কায়া বা শরীরের প্রতি আমাদের এত স্নেহ-মমতা এবং যাহাকে নিয়াই “আমি বা আমার” বলিয়া যেইরূপ ধারণা করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে সেই শরীরে স্নেহ মমতা করিবার তেমন শুচি, সুন্দর ও সুগন্ধ বস্তু আছে কিনা অথবা, “আমি বা আমার” বলিয়া যেই ধারণা তাহা সত্য কিনা এখন বিচার করিয়া দেখিব। এইরূপ সম্যক সন্দেহ করিয়া সাধকগণ যে জ্ঞানযোগে শরীরকে বিভাগ করিয়া দেখেন—এক একটি পদার্থ নিয়া বিচার করেন, মীমাংসা করেন এবং তাহাতে চিন্তা সমাহিত করেন, ইহাকেই বলে “সতিপট্ঠান” কায়গতানু বা কায়গতানু-স্মৃতিভাবনা ও বিদর্শন ভাবনা। সমাধি ভাবনায় চিন্তা সমাহিত হয় বা একাগ্র হয়, প্রথম ধ্যান লাভ হয় আর বিদর্শন ভাবনায় ক্রমান্বয়ে লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞান লাভ হয়—নির্কাম সাংসারিক হয়; অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মিথ্যা দৃষ্টি প্রভৃতি দশবিধ কিলেস (ক্লেশ বা রিপু) সমূলে ধ্বংস হয়, পুনর্জন্ম বারণ হয়, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-আদি সব দুঃখেরই নিরোধ হয়। তখন “নিরামং পরমং সুখং” অর্থাৎ নির্কাম পরম সুখ—চির শান্তি। তাহা লাভ করিবার জন্যই এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করা। আচ্ছা, এখন দেখা যাউক এই শরীরে কি আছে। এই শরীরে আছে—কেশ (মাথার চুল), লোম, নখ দস্ত তটাদি বহিঃ প্রকার অশুচি ও দূর্গন্ধ পদার্থ ভিন্ন অল্প কোনও শুচি ও সুগন্ধ বস্তু

তাহাতে কিছুই নাই। সুতরাং সেই অশুচি হুর্গন্ধ পদার্থগুলির সৌন্দর্য্যও কিছুমাত্র নাই, বাহার প্রতি মন মোহিত হইতে পারে। তাহা হইলে ইহা সত্য যে, সেই বত্রিশ প্রকার পদার্থের সবই অশুচি, হুর্গন্ধ, বিকী ও ঘৃণিত।

আবার দেখা যাউক “আমি” ইহা কি বা ইহার রূপ কি রকম। আমাদের প্রত্যেকের এক একটা শরীর কেশাদি বত্রিশ রকম পচা-ভুর্গন্ধ পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত এক একটি আকৃতি বিশেষ—মূর্ত্তি বিশেষ। এইরূপ পচা-ভুর্গন্ধ মূর্ত্তির উপরি কোমল চন্দ্রদ্বারা আবৃত, পুনঃ এই চন্দ্রোপরি তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ও মৃদু চন্দ্রদ্বারা আচ্ছন্ন, পুনঃ তদুপরি লাল, কাল, শ্বেতাদি মিশ্রবর্ণ বা রং দ্বারা রঞ্জিত, আবার তদুপরি নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত। এইরূপ বিচিত্র মূর্ত্তিতেই ‘অন্ধপুথুজ্জন’ (অজ্ঞানী) ব্যক্তি-গণের ভ্রান্ত ধারণা হয়—“আমি বা আমার” বলিয়া। বত্রিশ রকম পচা হুর্গন্ধ জিনিষের সমবায়ে গঠিত মূর্ত্তিতে “আমি ও আমার” বলিয়া এই যে শরীরময় সমূহ ভাবের উপলব্ধি ইহা ভ্রান্ত ধারণা—মিথ্যাভ্রান্ত, ইহাকেই বলে “সকায়দিট্টি” (সংকায়াদৃষ্টি, আত্মাদৃষ্টি)। এই “সকায়দিট্টি” হইতেই শাস্তবাদের ও উচ্ছেদবাদের বেশে ৬২ প্রকার মিথ্যাভ্রান্তির উৎপত্তি। এইরূপে নানাদিট্টি, নানামত, বিবিধ বিবাদ-বিসংবাদাদি অশান্তি-অনলের বিভীষিকার সৃষ্টি। এস্থলে বিষয়টা আরো বিশদরূপে জানিবার জন্য এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের সম্মুখে একটা উপমা উপস্থিত করা হইতেছে। এই যে পুতুল-নাচ, বোধহয় অনেকে দেখিয়াও থাকিবেন। সিনেমার ধিয়েটার হলে অভিনয়মঞ্চের মত নঞ্চ তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাজিকরেরা পুতুল-নাচের ভাষা দেখাইয়া থাকে; তাহার কাঠ, বরফটাদি দ্বারা ঠিক মানুষের মত অনেকগুলি মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে প্রায় পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও বালিকা মূর্ত্তি থাকে। বাজিকরেরা রাখে

লাইটের সাহায্যে ঐ রকম মধ্যে পুতুলের দ্বারা অভিনয় করে। বাজিকরদের সঙ্গে পুতুলগুলি অবিকল নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকাদের মত নাচে, গায়, পাট করে, বক্তৃতা করে, যুদ্ধ করে, নানা মোশান দেখায় আরও কত রকম করে। দর্শকবৃন্দ তাহা দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যায়। তামসার পরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন—তখন আর সেই পুতুলও নাই, সেই সাজও নাই। সাজগুলি খুলিয়া এক স্থানে রাখিয়াছে আর পুতুলের টুকুরা কাঠগুলিও খুলিয়া অস্ত্র স্তূপ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সেইরূপ আমাদের প্রত্যেকের এক একটা শরীরও এক একটা পুতুল বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু এই পুতুল ও২ রকম অন্তর্নিহিত জিনিষে গঠিত। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মিথ্যা, দৃষ্টি, আদি দশ প্রকার কিলেস (প্রবঞ্চক ক্লেশ-মার) প্রলোভনে ভুলাইয়া মনকে ও তাহাদের দলভুক্ত করিয়াছে, কেবল তাহা নহে তাহাকে সেই দলের কর্তাও করিয়াছে। এই লীলাময় কর্তা ‘মনবাজীবর’ এই দেহরূপী পুতুলকে নিয়া এখন কত রকম লীলা করিতেছে। সেই বাজীকরের ইচ্ছিতে এই দেহ-পুতুলও উঠা-চলা-বসা-শোয়া এই চারি ইর্ষ্যাপথে থাকিয়া না করিতেছে এমন কোন লীলাও বাকী নাই।

তবে এইরূপ পুতুল নাচ কাহারো দেখিতে পান? বাঁহাদের জ্ঞানচক্রে আছে, তাঁহারা এইসব তামসা নিত্য দেখিতে পান—অপরে নহে। আর সব ‘অন্ধপুংখজন’ অতেন পুতুল সদৃশ, ‘উন্মত্তকোবির’—উন্মাদ তুল্য। যিনি দৃঢ়বীৰ্য সাধক, তিনি এই কায়গতাসুস্থিতি ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়া “হৃৎখম্‌সন্তং করোতি” পুনর্জন্ম দুঃখের অবসান করেন, নির্দোষ সাক্ষাৎকার করেন। অতএব এই ‘সতিপট্টান’ ভাবনায় বা কায়গতাসুস্থিতি ভাবনায় মনোনিবেশ করা নির্দোষকামীদের কর্তব্য, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

কুমার (শ্রামণের) পঞ্জিকা

(কুমার-প্রশ্ন)

নিদান

ভগবানের সময়ে “সোপাক” নামে একজন সাত বৎসর মাত্র বয়স্ক কুমার (শিশু) প্রত্যাখ্যান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অরহৎ হইয়াছিলেন । তখন সেই ছোট শ্রামণেরের উপসম্পদা অনুজ্ঞা করিবার ইচ্ছায় কয়েকটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে সার্থক্য ও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পাইবার জন্য ভগবান তাঁহাকে এক একটা করিয়া ক্রমে দশটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনিও নিপুণতার সহিত সমুদায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ভগবানও তখন প্রীতি-চিত্তে “তুমি এখন হইতে উপসম্পন্ন ভিক্ষু” এইমাত্র বলিয়া সেই সোপাক শ্রামণেরের উপসম্পদা অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন । পূর্বজন্মে পূরিত পারমী এমন অল্প বয়স্ক শ্রামণেরের অরহৎ-ফলপ্রাপ্তি আশ্চর্য্য বটে ! এইরূপ পুণ্যসুপুণ্যের নিষ্কলক জীবনই ধন্য ! সার্থক তাঁহার প্রত্যাখ্যা !! তিনি শিশু বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রতীক । সেই সন্ন্যাসী প্রাচীন তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ত্রিপিটকের সারস্বত — নীল, সমাধি, বিদর্শন ও লোকোত্তর জ্ঞান সম্বন্ধীয় গভীর বিষয় । এইরূপ কঠিন পরীক্ষায় তিনি দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ণ বিংশতি বৎসর বয়সেই ভগবানের নিকট বিদ্বৎ উপসম্পদার উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন । পরে তিনি “আয়ত্না সোপাকপেরো” নামে ভগবানের অনৌতি মহাপ্রাণক সম্ভার মধ্যে এক বিশিষ্ট পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন ।

প্রশ্ন ও উত্তর

১। এক নাম কিং ? সবে সত্তা আহাট্ঠিতিকা ।

অনুবাদ :— প্রশ্ন—একনামে কি বুঝায় ?

উত্তর। সমস্ত প্রাণী একমাত্র আহায়েই স্থিত, ইহাই বুঝায় ।

২। দুই নাম কিং ? নামক রূপক ।

প্রশ্ন। দুই নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। ‘নাম’ ও ‘রূপ’ ইহাই বুঝায় ।

ইহার ভাবার্থ :—পরমার্থ ধর্মের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই শরীরে আছে—রূপ, বেদনা- সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্বক, এই পঞ্চস্বকের সমষ্টি মাত্র। পুনঃ ইহাকে আরো সঙ্ক্ষেপে আনিতে হইলে—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্বক, এই চারি স্বককে একত্রে ‘নাম’ এবং রূপস্বককে ‘রূপ’ বলা হয়। সুতরাং এই শরীরে আছে মাত্র—“নাম ও রূপ” এই দুই পরমার্থ ধর্ম। তাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা।

৩। তিন নাম কিং ? তিস্সো বেদনা ।

প্রশ্ন। তিন নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। ত্রিবিধ বেদনা। ইহার অর্থ—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও উপেক্ষাবেদনা, এস্থলে ‘বেদনা’ অর্থ—অনুভূতি ।

৪। চত্তারি নাম কিং ? চত্তারি অরিয়-সচ্চানি ।

প্রশ্ন—চারি নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। চারি আর্ধ্য সত্তা, ইহাই বুঝায় ; ইহার অর্থ—দুঃখ সত্তা,

হঃখের হেতু সত্য, হঃখ-নিরোধ সত্য ও হঃখ-নিরোধের উপায় সত্য (আধ্যাত্মিক মার্গ সত্য) ।

৫। পঞ্চ নাম কিং ? পঞ্চুপাদানকথকা ।

প্রশ্ন। পঞ্চ নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। পঞ্চ উপাদান স্বককেই বুঝায় ।

ইহার অর্থ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্বক, এই পাঁচ প্রকার স্বককে পঞ্চ উপাদান স্বক বলে। এখানে 'উপাদান' অর্থ—অবিভা, তৃষ্ণাদি দশবিধ ক্রেশের (রিপূর) উৎপত্তিস্থান বা আশ্রয়ভূত রূপ, বেদনাদি পঞ্চ স্বকই পঞ্চ উপাদান স্বক নামে কথিত হয় ।

৬। ছ নাম কিং ? ছ অজ্ঞবন্তিকানি আয়তনানি ।

প্রশ্ন। ছ নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনকে বুঝায় । ইহার অর্থ—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন আয়তন, এই ছয় প্রকার আয়তন অর্থাৎ ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয় ।

৭। সাত নাম কিং ? সাত বোধজ্ঞান ।

প্রশ্ন। সাত নামে কি বুঝায় ? সাত বোধজ্ঞানই বুঝায় ।

ইহার অর্থ—স্মৃতি, ধর্মবিচয় (স্বভাব-ধর্ম বা নাম-রূপের বিচার, যথার্থ নির্ণয়) বীর্ষ্য, প্রীতি, প্রশ্রুতি (প্রশান্তি, শারীরিক ও মানসিক বিবিধ অস্বস্তির উপশম), সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটা বোধি অর্থাৎ লোকান্তর জ্ঞান লাভের অঙ্গস্বরূপ বা কারণস্বরূপ), এজ্ঞ ইহাদের নাম বোধজ্ঞ (বোধি + জ্ঞ)' তাহা সাত প্রকার বলিয়া উপরে উক্ত হইল ।

৮। অট্ট নাম কিং ? অরিয়ো অট্টঙ্গিকো যগ্গো ।

প্রশ্ন। আট নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। আট অষ্টাঙ্গিক মার্গ ই বুঝায়। ইহার অর্থ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আচর্য, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

৯। নর নাম কিং ? নর সম্বাদাসো ।

প্রশ্ন। নর নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। নর সম্বাদাস ই বুঝায়। ইহার অর্থ—জিলোকের সমস্ত প্রাণীর আকার প্রকার, চিত্ত-সঙ্কল্প বা মনের চিন্তাধারাদি বিবিধ অবস্থা নিয়াই প্রাণী সকল নরভাগে বিভক্ত, এই নর প্রকার ভাগই নর সম্বাদাস নামে অভিহিত হয়। সেই নর ভাগ এই :—

১। নানাত্মকায়—নানাত্মসংজ্ঞী, ইহাদের শরীরের আকৃতি ও মনের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার, যথা—মহুয়া, কোন কোনও দেবতা, কোন কোনও অশুর।

২। নানাত্মকায়—একত্মসংজ্ঞী, ইহাদের শরীরের আকৃতি বিভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু মনের অবস্থা প্রায় এক, নানারকম সঙ্কল্পনা—পরিকল্পনা বা বিবিধ চিন্তাধারা ইহাদের নাই। স্থান ও জাতিভেদে তাহাদের বাস্তবিক চিত্ত কেবল আপন সুখ বা দুঃখ নিয়াই। যথা—প্রথম ধ্যান-লব্ধ রূপ-ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মগণ, নরকবাসী, তীর্থ্যাগ্জাতি, প্রেতলোকবাসী ও অশুরলোকবাসী জীবগণ।

৩। একত্মকায়—নানাত্মসংজ্ঞী, ইহাদের শরীরের আকৃতি এক রকম, কিন্তু মনের অবস্থা বিভিন্ন রকম, যথা—দ্বিতীয় ধ্যান-লব্ধ রূপ-ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মগণ।

৪। একত্বকার—একত্বসংজ্ঞা, ইহাদের শরীরের আকৃতি এক রকম এবং মনের অবস্থাও একরকম, যথা—তৃতীয় ধ্যান-লব্ধ রূপব্রহ্ম-লোকবাসী ব্রহ্মগণ।

৫। অসংজ্ঞাস্ব, চতুর্থ ধ্যান-লব্ধ রূপ ব্রহ্মলোকের একটা অংশ বিশেষ। এই স্থানে উৎপন্ন জীবগণের (ব্রহ্মগণের) সংজ্ঞা নাই বা চিন্তা নাই, ইহারা চিন্তা-চৈতন্যিক শূন্য—কেবল রূপস্বক মাত্র।

৬। আকাশানুভায়তনস্ব—ইহারা প্রথম অরূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাদের রূপস্বক নাই, আছে কেবল বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্বক, এই চারিপ্রকার স্বক, অর্থাৎ ইহাদের ভৌতিক দেহ নাই, কেবল চিন্তা-চৈতন্যিক ধর্ম মাত্র বিদ্যমান। অনন্ত আকাশই তাঁহাদের অবলম্বন।

৭। বিজ্ঞানানুভায়তনস্ব—ইহারা দ্বিতীয় অরূপ ব্রহ্ম লোক-বাসী ব্রহ্মা। ইহাদেরও রূপস্বক নাই, আছে কেবল চিন্তা-চৈতন্যিক ধর্ম মাত্র। অনন্ত আকাশজাত অনন্ত বিজ্ঞানই তাঁহাদের অবলম্বন।

৮। আকিক্তানুভায়তনস্ব,—ইহারা তৃতীয় অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাদেরও রূপস্বক নাই, কেবল চিন্তা-চৈতন্যিক ধর্ম মাত্র বিদ্যমান। এইস্থানে তাঁহাদের অনন্ত বিজ্ঞানেরও অভাব—ইহার কিঞ্চিৎমাত্রও নাই অর্থাৎ শূন্য, এই প্রকার শূন্যতাই তাঁহাদের অবলম্বন।

৯। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনস্ব,—ইহারা চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মলোক-বাসী ব্রহ্মা। ইহাদেরও রূপস্বক নাই। বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্বকভেদে এই চারি স্বক তাঁহাদের আছেও বা নাইও অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম ও নিষ্ক্রিয় ভাবেই আছে।

১০। দশ নাম কিং? দশহুংই সমাগতো অরহাতি বুদ্ধতি।

প্রশ্ন। দশ নামে কি বুঝায়?

উত্তর। দশবিধ গুণধর্মসম্পন্ন পুঙ্গল অর্হৎ নামে আখ্যাত হন।

ইহার অর্থ—অর্হতের দশবিধগুণধর্ম এইঃ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্থিতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ বিমুক্তি।

মঙ্গল সূত্রং

(মঙ্গল সূত্র)

ভূমিকা

“য়ং মঙ্গলং দ্বাদসস্থ চিন্তয়িংসু সদেবকা,
সোখানং নাধিগচ্ছন্তি, অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং,
দেসিতং দেবদেবেন সর্বপাপ-বিনাসনং,
সর্বলোক-হিতথায় মঙ্গলং তং ভণাম হে।”

অনুবাদ। দেবতা ও মনুষ্যাগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াও যেই মঙ্গল জানিতে পারেন নাই, সর্ব পাপ বিনাশক সেই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল দেব-দেব সর্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হইয়াছে। সকল লোকের হিতের জন্ত সেই মঙ্গল সমূহ বর্ণনা করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

“এবং মে স্মৃতং—একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং বিহরতি
জ্ঞেতবনে অনাথপিণ্ডিকসুস আরামে । অথ খো অঞ্ণতরা
দেবতা অভিক্কন্তবল্লা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া কেবলকল্পং জেতবনং
ওভাসেত্তা যেন ভগবা তেনুপসক্কমি । উপসক্কমিত্তা ভগবন্তুং
অভিবাদেত্তা একমন্তুং অট্ঠাসি । একমন্তুং ঠিতা খো সা
দেবতা ভগবন্তুং গাথায় অজ্জ্বভাসি ।”

অনুবাদ :—আমুয়ান্ আনন্দ স্ববির প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন-
সময়ে মহাকল্প প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন :—
ভগবানের সম্মুখে আমি এইরূপ প্রবণ করিয়াছি—এক সময় ভগবান
প্রাবস্তী নগরীর সন্নিকটে ‘জেতবন’ নামক উদ্যানে অনাথপিণ্ডিক শ্রেণী
কর্তৃক নির্মিত মহাবিহারে বাস করিতেছিলেন । তখন অতি উজ্জ্বল বর্ণ
বিশিষ্ট এক দেবতা নিজের শরীরের আলোকে সমুদয় জেতবন আলোকিত
করিয়া শেষ রাত্রে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভগবানকে
অভিবাदन করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাথায় বলিলেন :—

১। বহুদেবা মমুস্লাচ মঙ্গলানি অচিস্তয়ুং,

আকজ্জমানা সোথানং ক্রুহি মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :—ইহ ও পরকালে হিত-সুখের আকাজ্ঞা করিয়া বহু
দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপ কর্ণ করিলে
মঙ্গল হয়, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই । সেই উত্তম মঙ্গল
সমূহ কিরূপ, আপনি তাহা দয়া করিয়া বলুন ।

দেবতার আরাধনায় ভগবান বৃহৎ বলিতে লাগিলেন :—

২। আসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,

পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :—পানী অজ্ঞানী লোকের সেবা না করা—কুসংসর্গে বাস না করা, পণ্ডিত জ্ঞানীগণের সেবা করা—তঁাহাদের সংস্রবে থাকা এবং পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা, (এই তিনটি) উত্তম মঙ্গল ।

৩। পতিরূপ দেসবাসো চ পুংসে চ কতপুঞ্ঞতা,

অন্ত-সম্মাপনিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :—প্রতিরূপ দেশে বাস অর্থাৎ সঙ্ঘর্ষ বিরাজমান দেশে বাস করা, পূর্বজন্মকৃত পুণ্য (অতীত জন্মকৃত পুণ্যকর্ম যেমন ইহজন্মে হিত-সুখাবহ হয়, তেমন ইহজন্মকৃত পুণ্যকর্মও ভবিষ্যৎ জন্মে হিত-সুখাবহ হইয়া থাকে । কাজেই ভবিষ্যৎ জন্মে হিত-সুখের জন্ত তৎপূর্বকর্ত্তে বর্ত্তমান জন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া রাখা), আত্মহিত ও পরকিতেব জন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়া অথবা শীল, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার আত্মনিয়োগ করা, (এই তিনটিও) উত্তম মঙ্গল ।

৪। বাহুসচ্চঞ্চ সিদ্ধঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্ষিতো,

সুভাসিতা চ য়া বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :—ধর্মশাস্ত্রে বহুশ্রুততা বা তাহাতে পারদর্শীতা লাভ করা, নির্দোষ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং হিতকর মিষ্টবাক্য বলা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গল ।

৫। মাতা-পিতৃ উপট্ঠানং পুস্তদারসু সঙ্গহো,

অনাকুলা চ কস্মিন্তা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—মাতা-পিতার সেবা করা, ভরণ-পোষণ ও সহপদেশাদি দ্বারা জ্ঞো-পুত্র-কন্যার উপকার করা, কৃষিকর্ম-গোপালন-বানিজ্যকর্মাদি নিষ্পাপ ব্যবসা করা, (এই তিনটিও) উত্তম মঙ্গল।

৬। দানঞ্চ ধর্মচরিত্তা চ ঐশ্বর্যকানঞ্চ সঙ্গহো,

অনবজ্ঞানি কস্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—দান দেওয়া, দশ অকুশল কর্মপথ বর্জন করিয়া দশ কুশল কর্মপথরূপ সুচরিত ধর্ম পালন করা অথবা কার্যিক, বাচনিক ও মানসিক ধর্মোচরণ করা, অন্ন-বস্ত্র ও সহপদেশাদি দ্বারা জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং নিষ্পাপ কর্ম সমূহ করা অর্থাৎ যে সকল কর্ম দোষাবহ নহে—হিতাবহ তাহা সম্পাদন করা, (এই চারটিও) উত্তম মঙ্গল।

৭। আরতি বিরতি পাপা যজ্ঞপানী চ সঞ্ঞমো,

অপ্সমাদো চ ধ্যেয়ম্ এতং মঙ্গলমুত্তমং

অনুবাদ :—মানসিক পাপে আরতি অর্থাৎ অনাসক্তি, কার্যিক ও বাচনিক পাপ হইতে বিরতি বা পাপ পরিত্যাগ, মন্যপানে সংযম (মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি নেশাদ্রব্য সেবন না করা), এবং প্রমাদ বা মোহ পরিত্যাগ করিয়া সতত অপ্রমত্তভাবে দান, শীল, ভাবনাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, (এই চারটিও) উত্তম মঙ্গল।

৮। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুষ্টি চ কতঞ্ঞুতা,

কালেন ধর্মসুবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, অপর সজ্জনের নিকট নম্রতা প্রকাশ, অন্ন-বস্ত্রাদি চতুর্বিধ প্রত্যয়ের মধ্যে যখন যেইরূপ পাওয়া

যার তখন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করা এবং সময় মতে ধর্ম প্রবণ করা, (এই পাঁচটিও) উত্তম মঙ্গল ।

৯। খন্তী চ সোষচসূসতা সমগানঞ্চ দসূসনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :— ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা, আপন চরিত্র সহজে বা আচার-ব্যবহারে দোষ দেখিয়া গুরুজন কিম্বা সৎসঙ্গীদের মধ্যে কেহ সহগদেশ দিলে তাহা অবনত মস্তকে অনুমোদন করা—সাদরে গ্রহণ করা, শীলবান ও জ্ঞানবান শ্রমণগণকে দর্শন করা এবং সময় মতে ধর্ম চর্চা করা বা ধর্ম বিষয় আলোচনা করা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গল ।

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দসূসনং,
নিব্বান সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :—লোভ, দ্বেষ, মোহাদি পাপ সকল বিনাশের জন্য তপস্বী করা অথবা ইন্দ্রিয় সংবরণ শীল রক্ষা করা, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম পালন করা, চারি অর্থ্যসত্য জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করা এবং নির্মাণ সাক্ষাৎকার করা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গল ।

১১। ফুট্ঠসূস লোকধম্মেহি চিস্তং যসূস ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং থেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

অনুবাদ :—লাভ, অলাভ, বশঃ, অবশঃ, দিক্ষা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্ম্মদ্বারা যাহার চিত্ত বিচলিত হয় না, যাহার চিত্ত শোকহীন, যাহার চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মোহ-রূপ রজশূত্র এবং যাহার চিত্ত ভয়শূত্র (এই গাথার অরহতের বিমুক্ত চিত্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে), এই চারিটিও উত্তম মঙ্গল ।

১২। এতাদিসানি কত্বান সর্বথমপরাজিতা,

সর্বথ সোখিং গচ্ছন্তি তং তে সঃ মঙ্গলমুত্তমম্ভি ।

অনুবাদ :—উপরে যেসকল মঙ্গল কর্মের কথা বলা হইল, সে সকল মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করিয়া দেব ও মনুষ্যাণ সর্বত্র জয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের (দেবতা ও মনুষ্যাণের) উত্তম মঙ্গল।

রতনসুত্রং

(রত্নসূত্র)

ভূমিকা

কোটিসত্ত সহস্রেসু চক্রবালেসু দেবতা,

যন্সাণঃ পটিগণ্হন্তি যঞ্চ বেস.লিয়ং পুরে ।

রোগামনুস-ছত্রিক্খ-সমুত্তং তিবিধং ভয়ং,

খিল্লমন্তুরধাপেসি পরিভুং তং ভণাম হে ।

অনুবাদ :—শত সহস্র কোটি চক্রবালবানী দেবতাগণ যেই রত্নসূত্রের আদেশ প্রতিপালন করেন এবং যেই রত্নসূত্র পাঠে বৈশালী নগরীতে রোগভয়, অমনুষ্যভয় ও দুর্ভিক্ষভয় এই তিন প্রকার ভয় শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল, সেট রত্নসূত্র পাঠ করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

- ১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূতানি বা যানিব অন্তলিক্ধে,
সক্বেব ভূত। স্মনা ভবন্ত
অথোপি সকচ্চ সূগন্ত ভাসিতং ।

অনুবাদ :—ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সকল দেবতা ও ব্রহ্মা
এখানে সমাগত হইয়াছেন, তোমরা সকলেই সম্মুখে হও এবং আমার বাক্য
মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ।

- ২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সকেব
মেস্তং কেরোথ মানুসিয়া পজায়,
দিবা চ রস্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মা হি নে রক্খথ অগ্নমত্তা ।

অনুবাদ :—বুদ্ধের বাণী জগতে অতি দুর্লভ । এই হেতু, হে
দেব-ব্রহ্মগণ ! তোমরা সকলে আমার উপদেশ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ
কর, মনুষ্যগণের প্রতি মৈত্রীচিন্তা পোষণ করিও তাহাদের হিত সুখ কামনা
কর । তাহারা দিবা-রাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে পূণ্যদান করিয়া পূজা করে ।
এই কারণে তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর ।

- ৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা ছরং বা
সগগেন্সু বা যং রতনং পণীতং,
ননো সমং অথি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোহু ।

অনুবাদ :- মনুষ্যলোকে বা নাগলোকে যাহা কিছু মূল্যবান মণি-
মুক্তাদি রত্ন আছে, অথবা দেবলোকে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট রত্ন আছে,
তাহাদের কোনটাই তথাগত বুদ্ধের সমান নহে। সেই সকল রত্ন হইতে
বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

৪। অয়ং বিরাগং অমতং পণীতং
যদঙ্কগা সকামুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমণ্ঠি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবণ্ঠি হোতু।

অনুবাদ :-লোকোত্তর সমাধিতে সমাহিত চিত্ত শাক্যমুনি যেই
লোভ-দ্বेष-মোহক্ষয়, বিরাগ ও পরম অমৃতপদ (নির্বাণ) লাভ করিয়াছেন
(জ্ঞানবলে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন), সেই নির্বাণ ধর্মের সমান কিছুই
নাই। ত্রিলোকের সমস্ত মূল্যবান ধন বা রত্ন হইতে এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ
(এখানে নির্বাণ ধর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে)। এই সত্য বাক্য
দ্বারা শুভ হউক।

৫। যং বুদ্ধসেট্টো পরিবরণী স্মৃতিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবণ্ঠি হোতু।

অনুবাদ :-ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ যেই শুচি (রাগ-দ্বेषাদি ময়লাহীন,
পবিত্র) লোকোত্তর মার্গ-সমাধির (মার্গচিন্তের) প্রকাশনা করিয়াছেন এবং

ସେହି ମାର୍ଗ-ଚିନ୍ତ-ଉତ୍ପତ୍ତିର ପରଫଳେହି ବିନା ଅନ୍ତରାୟେ ଆତ୍ମାବିକ ନିୟମେହି
 ଉହାର କଳ-ଚିନ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେୟା ଧାକେ, ଏହିରୂପ ପବିତ୍ର ଆର୍ଥ୍ୟମାର୍ଗ-ସମାଧିର
 (ମାର୍ଗ ଚିନ୍ତର) ସମାନ ଅନ୍ତ କୋନଓ ସମାଧି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥ୍ୟମାର୍ଗ-ଜ୍ଞାନ
 ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ତ କୋନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଆଗତିକ୍ ସମସ୍ତ ଧନ ବା ରତ୍ନ ହିତେ ଏହି
 ଧର୍ମ ରତ୍ନଟି (ଏହାଲେ ଆର୍ଥ୍ୟମାର୍ଗ ଧର୍ମକେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରା ହେଉଅଛି) ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।
 ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧ ହଉକ ।

୬ । ଯେ ପୁଂଗୁଳ ଅଟ୍ଟମତଃ ପସଥା
 ଚନ୍ଦ୍ରାରି ଏତାନି ସୁଗାନି ହୋଷ୍ଠି,
 ତେ ଦକ୍ଷିଣେୟାଃ ସୁଗତସ୍ତ୍ଵା ସାବକା
 ଏତେସୁ ଦିକ୍ଷାନି ମହାପଂକ୍ତାନି
 ଇଦମ୍ପି ସଞ୍ଜେ ରତନଃ ପଣୀତଃ,
 ଏତେନ ସଞ୍ଜେନ ସୁବନ୍ଧି ହୋତୁ ।

ଅନୁବାଦ :—ସେହି ଅଷ୍ଟବିଧ ଆର୍ଥ୍ୟ ପୁଂଗୁଳ (ଆର୍ଥ୍ୟ ପୁରୁଷ) ବୁଦ୍ଧାଦି
 ସଂପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରଶଂସିତ, ଯାହାରା ଚାରି ମାର୍ଗସ୍ତ୍ର ଓ ଚାରି କଳସ୍ତ୍ର ଭେଦେ ଚାରି
 ସୁଗଳ (ଘୋଡ଼), ତାହାରା ସୁଗତର (ବୁଦ୍ଧର) ଶ୍ରାବକ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀୟ (ଦାନର)
 ଉପସ୍ଥୁକ୍ତ ପାତ୍ର । ତାହାଦିଗକେ ଦାନ କରିଲେ ମହାଫଳ (ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ) ଲାଭ ହୁଏ ।
 ତ୍ରିଲୋକର ସମସ୍ତ ଧନ ବା ରତ୍ନ ହିତେ ଏହି ଆର୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଜରତ୍ନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।
 ଏହି ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧ ହଉକ ।

୭ । ଯେ ସୁଶ୍ଚିଷ୍ଟା ମନସା ଦଲ୍‌ହେନ
 ନିକ୍କାମିନୋ ଗୋତମ ସାସନମ୍‌ହି,
 ତେ ପନ୍ଥି-ପନ୍ଥା ଅମତଃ ବିଗରୁହ

লক্ষ মুখা নিব বৃতিং ভুঞ্জমানা
ইদম্পি সজ্জৈ রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবঞ্ছি হোতু।

অনুবাদ :—বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া বাহারী শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাধিতে দৃঢ় (নিশ্চল) চিত্ত এবং বিদর্শন- ভাবনার রাগ-দেহ-মোহাদি ক্রেশমুক্ত হইয়াছেন, অথবা বাহারী শীল-সমাধি- বিদর্শনরূপ সাধন-পথে সাধনা করিয়া অমৃতপদ (নির্বাণ) সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তাঁহারা এখন বিনামূল্যে লক্ষ নির্বাণসুখ উপভোগ করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা (অর্হৎগণ) ফল-সমাপত্তি (নির্বাণসমাধি) লাভ করিয়া নির্বাণ সুখ অনুভব করিতেছেন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সজ্জ রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

৮। যথিন্দ্রখীলো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুত্তি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথুপমং সপ্পুরিস বদামি
যো অরিয় সচ্চানি অবেচ পসুসতি,
ইদম্পি সজ্জৈ রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবঞ্ছি হোতু।

অনুবাদ :—যেমন ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল (নগরদ্বারস্থ স্তম্ভবিশেষ) চতুর্দিকের প্রবল বায়ুতেও কম্পিত হয় না। যিনি চতুরার্য্য সত্য প্রজ্ঞা-চক্ষুতে স্পষ্টরূপে দর্শন করিতেছেন, তেমন সেই সংপুরুষকেও আমি উক্ত ইন্দ্রখীলের সহিত তুলনা করি (অর্থাৎ তিনিও ইন্দ্রখীলের দ্বায় অচলঅটল)। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সজ্জরত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্যদ্বারা শুভ হউক।

৯। যে অরিয়সক্কাণি বিভাবযন্তি
 গন্তীর পঞ্চেণন সুদেসিতানি,
 কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসল্লমন্তা
 ন তে ভবং অট্টম-আদিযন্তি,
 ইদম্পি সজে রতনং পণীতং
 এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু

অনুবাদ :—গভীর প্রাজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক সুদেশিত চারি আখ্যাসত্যকে
 ঘাহারা জ্ঞানের গোচরীভূত করেন (জ্ঞান-চকুতে দর্শন করেন) তাঁহাদের কেহ
 কেহও অত্যন্ত প্রমত্তভাবে থাকিলেও অষ্টম বার ভবে জন্ম গ্রহণ করেন না—
 সপ্তম জন্মেই বিদর্শনভাবনা করিয়া অরহত্ব-ফল লাভ করেন এবং আয়ুশেষে
 পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সজ্ব-রত্নও
 শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্যাদিরা শুভ হউক।

১০। সহাবসুস দসুসন সম্পদায়
 তয়সুসু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
 সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
 সীলবতং বাপি যদখি কিঞ্চি
 চতুহপায়েহিচ বিল্লমুত্তো
 ছচাভিঠানানি অভবো কাতুং,
 ইদম্পি সজে রতনং পণীতং,
 এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।

অনুবাদ :—শোভাপন্ন পুরুষের শোভাপত্তি-বার্গ-জ্ঞান লাভের সঙ্গে
 সঙ্গেই সাক্কায়দিট্ঠিসহ (শাস্ত্রবাদ সহিত) অপর বাহ্য কিছু মিথ্যানুষ্টি

(৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি), বাহ্যিকিছু সংশয় (২৪ প্রকার সংশয়) এবং বাহ্যিকিছু শীল-ব্রত (গোপীল গোব্রত, কুকুটশীল-কুকুটব্রতাদি নানাবিধ মিথ্যা শীল-মিথ্যাব্রত) এই তিন প্রকার মিথ্যা ধর্ম (সংকাহ-দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত) দূরীভূত হয়। তিনি চারি অপায় (নরক, ত্রিযাক্ষোনি, প্রেতলোক ও অশুরলোক) হইতে বিমুক্ত, এবং ছয় প্রকার (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহংহত্যা, বৃদ্ধের পাদ হইতে রক্তপাত, বৃদ্ধের শরণ বাতীত অন্য শরণ গ্রহণ ও সজ্বভেদ) মহাপাপ (গুরুতর পাপ) করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পার্শ্বিধ ধন বারত্ব হইতে এই সজ্ব রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যাবারা শুভ হউক।

১১। কিঞ্চাপি সো কস্ম্যং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভবেবা সো তস্মৈ পটিচ্ছদায়
অভবতা দিট্ঠপদস্স বৃত্তা,
ইদম্পি সজেব রতনং পণীতং
এতেন সচেন সুবখি হোতু।

অনুবাদ :—তিনি (স্রোতাপন্ন পুরুষ) কার, বাক্য বা মনের দ্বারা ভুলক্রমে কচিং কোন ক্ষুদ্র পাপ করিলেও, তাহা গোপন করিতে পারেন না। কারণ নির্দোষদর্শী স্রোতাপন্ন পুরুষের পক্ষে স্বভাবতঃ সামান্য পাপও গোপন করা সম্ভব নহে। ত্রিপোষের সমস্ত ধন কা রত্ন হইতে এই সজ্ব রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্যাবারা শুভ হউক।

১২। বনমুণ্ডেষে যথ সুসুসিতগুণে
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে,

তথুপমঃ ধর্মবরং অদেসয়ী
 নিব্বানগামিঃ পরমং হিতায়,
 ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
 এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।

অনুবাদ :—গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্রমাসে, বসন্তকালে)
 বন-শুলে বৃক্ষ-লতাদির শাখা-প্রশাখাসমূহ যেমন প্রস্ফুটিত নানা ফুলে শোভিত
 হয়, সেইরূপ বুদ্ধ, আর্যতন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি
 নানাবিধ হিতকর ধর্মবিষয়ে পরিশোভিত ও নির্কাণগামী মার্গদীপক
 ত্রিপিটক ধর্ম দেব, মহুষ্যাদি জীবগণের হিতের জন্তু ভগবান বুদ্ধ প্রচার
 করিয়াছেন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা হুই হইতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই
 সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

১৩। বরো বরঞ্ঞ বরদো বরাহরো
 অনুত্তরো ধর্মবরং অদেসয়ী,
 ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
 এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।

অনুবাদ :—বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ (নির্কাণজ) বরদ (বিমুক্তি-সুখ
 দাতা), বর (উত্তম প্রতিপদা বা মার্গ) আহরণকারী, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠবুদ্ধ)
 শ্রেষ্ঠধর্ম প্রচার করিয়াছেন, অর্থাৎ বহুকল্প হুইর সাধনা করিয়া ভগবান
 বুদ্ধ যেই নির্কাণ ধর্ম লাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি সর্বলোকের হিতের
 জন্তু অগতে প্রচার করিয়াছেন বিশেষার্থ এই :—শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ নির্কাণ ও
 নির্কাণলাভের শ্রেষ্ঠ প্রতিপদা (মার্গ) দেখনা করিয়াছেন-প্রচার করিয়াছেন

সর্বজীবের মুক্তির ক্ষমতা । ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে বৃদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ ।
এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক ।

১৪ । খীণং পুরাণং নবং নখি সম্ভবং
বিরস্তচিত্তা আয়াতিকে ভবস্মিং,
তে খীণ বীজা অবিরল্‌হিচ্ছন্দা
নিববন্তি ধীরা যথাঙ্গঃ পদীপো ।
ইদম্পি সজে রতনং পণীতঃ
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

অনুবাদ :—খাঁহারা অরহত্ব-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের
পুরাতন কর্ম খীণ (বিনষ্ট) হইয়াছে, আর নূতন কর্মের উৎপত্তি নাই,
পুনর্জন্মে তাঁহাদের আসক্তি নাই, তাঁহাদের পুনর্জন্মের কর্ম-বীজ বিনষ্ট
এবং তৃষ্ণাবূল উৎপাটিত হইয়াছে । সেই জ্ঞানবান অরহৎগণ এই প্রদীপের
জ্বায় নির্ধাপিত হইয়া থাকেন । ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই
সজ্ব-রত্নও শ্রেষ্ঠ । এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক ।

১৫ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূস্মানি বা যানিব অন্তলিক্‌থে,
তথাগতং দেবমনুস্মা-পূজিতং
বুদ্ধং নমস্‌সাম সুবখি হোতু ।

অনুবাদ :—তৎপর দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন:- যেসকল দেব-মনুষ্য এই
স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আশুনু আমরা সকলে মিলিয়া দেব-মনুষ্যাদি
সকলের পূজনীয় তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি । আমাদের নমস্কারের ফলে
সকলের শুভ হউক ।

১৬। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি
 ভূম্মানি বা য়ানিব অন্তলিক্খে,
 তথাগতং দেবমমুসসা-পূজিতং
 ধম্মং নমস্সাম সুবখি হোতু।

১৭। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি
 ভূম্মানি বা য়ানিব অন্তলিক্খে,
 তথাগতং দেবমমুসসা-পূজিতং
 সজ্জং নমস্সাম সুবখি হোতু।

অনুবাদ :—১৬ ও ১৭ নম্বর গাথা দুইটির অনুবাদও ১৫ নম্বর গাথার অনুবাদের মত দ্রষ্টব্য। কেবল “ধম্মং” ধর্ম্মকে এবং “সজ্জং” সজ্জকে নমস্কার করি এই মাত্র প্রভেদ। শেষ গাথা তিনটি দেবরাজ ইন্দ্র বলিষ্ঠাছিলেন। এই সূত্র দেশনার ফলে বৈশালী নগরীতে স্তব্ধ হইয়াছিল। হস্তিক্ষতবাদি যাবতীয় উপদ্রবের উপশম এবং নগরবাসী সকলের মঙ্গল হইয়াছিল।

তিরোকুডমুত্তং (তিরোকুড্‌ডমুত্ত)

- ১। তিরোকুডেদমু তিট্ঠন্তি সন্ধি সিদ্ধাটকেমুচ,
ঘরবহাসু তিট্ঠন্তি আগন্তান সকং ঘরং।

অনুবাদ :—প্রত্যথানিগ্রাথ্য মৃত জাতিগণ জাতির ঘরে বা নিজের ঘরে আসিয়া দেওয়ালের বাহিরে বা ঘরের কোনে বা দরজার পার্শ্বে বা এদিক্ সেদিক্ দাঁড়াইয়া থাকে, অথবা তিন চারি রাস্তার সন্ধিস্থলে (মোড়ে) আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

- ২। পহুতে অন্ন-পানম্‌হি খজ্জ-ভোজ্জ উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সন্তানং কন্মপচ্চয়া।

অনুবাদ :—জাতিগণের ঘরে অন্ন, পানীয়, খাদ্য ও ভোজ্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত থাকিতেও প্রত্যগণের কৃত পাপের দক্ষণ জাতিবর্গের কেহই তাহাদিগকে স্মরণ করিতেছেন না অর্থাৎ প্রত্যগণের মুক্তির জন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে জাতিবর্গের কেহই অন্ন-বজ্রাদি দান দেওয়ার কথা মনেও করিতেছে না। এইরূপে প্রত্যগণ অনুশোচনা করিয়া থাকে।

- ৩। এবং দদন্তি এগাতীনং য়ে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কল্পিয়ং পান-ভোজনং।

অনুবাদ :—যাহারা অনুকম্পাশীল—দয়ালু, তাহারা শুচি, সহৃদয় লোক, অর্থাৎ প্রত্যগণের পরিভোগযোগ্য উৎকৃষ্ট পানীয়, খাদ্য, ভোজ্যাদি দ্রব্য, উচিত সময়ে জাতিপ্রত্যগণের উদ্দেশ্যে এইরূপে দান করিয়া থাকে :—

৪। ইদং বো ঐতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঐতায়ো,
তে চ তথ সমাগস্তা ঐতিপেতা সমাগতা।

৫। পশ্যন্তে অন্ন-পানম্‌হি সৰুচ্চং অমুমোদরে,
চিরং জীবন্ত নো ঐতী য়েসং হেতু লভামসে।

৪,৫ অনুবাদ :—এইপুণ্য জ্ঞাতি প্রেতগণের হউক এবং জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। তৎপর যে সকল জ্ঞাতিপ্রেত এইস্থানে (জ্ঞাতির ঘরে) সমাগত হইয়াছে, তাহারা প্রকার সহিত এই পুণ্য অমুমোদন করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে দেব-ভোগ তুল্য প্রচুর অন্ন-পানীয় বস্তাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা পাঠিয়া প্রেতগণ আনন্দের সহিত জ্ঞাতিগণকে এইরূপ আশীর্বাদ করে-
‘বাহাদেব রূপায় আমরা প্রেতগণ এই ভোগসম্পত্তি লাভ করিলাম, আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীবী হউক- দীর্ঘকাল সুখে থাকুক।’

৬। অম্‌হাকঞ্চ কতা পৃজা দায়কাচ অনিপ্‌ফলা,
নহি তথ কসি অশ্বি গোরক্‌ষেত ন বিজ্জতি।

৭। বানিজ্জা তাদিসী নশ্বি হিরণ্‌ঞেন কয়্যকয়ং,
ইতো দিল্লেন যাপেত্তি পেতা কালকতা তহিং।

৬,৭ অনুবাদ :—আমাদের অল্প কৃত উপকার দায়কদের পক্ষে নিফল হয় না অর্থাৎ তাহারা পুণ্য হইতে বঞ্চিত হয় না। প্রেতলোকে কৃষি নাই, গোপালনাদিও নাই, তাদৃশ বানিজ্যও সেইখানে নাই-বাহাতে ভোগসম্পত্তি লাভ করা বাইতে পারে। তথায় সোনা-রূপা-টাকা-পরসংস্কার এমন কিছু ক্রয়-বিক্রয়ও নাই যে, বাহাধারা আবশ্যকীয় বস্তু পাঠিতে পারে। এইস্থান হইতে জ্ঞাতিগণ পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাহা দান করে, তাহাধারা তাহারা তথায় বাচিয়া থাকে।

৮। উন্নমে উদকং বৃষ্টং যথা নিম্নং পবন্ততি,
এবমেব ইতো দিম্নং পেতানং উপকল্পতি।

অনুবাদ :—উন্নত স্থানে পতিত বৃষ্টি-জল যেমন নিরনিকেট প্রবাহিত হয়, সেটরূপ এখান হইতে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক প্রেতাচার উদ্দেশে সংপাতে (শীলবানকে) বাছা দান করা হয়, সেই দানময় পুণ্যের প্রভাবে তাহা প্রেতদিগের নিকটেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৯। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিম্নং পেতানং উপকল্পতি।

অনুবাদ :—যেমন জলপূর্ণ বারিপ্ৰবাহ সমূহ (নদী সকল) সাগরকে পরিপূর্ণ করে, সেটরূপ এখান হইতে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক প্রেতাচার উদ্দেশে সংপাতে বাছা দান করা হয়, সেই দানময় পুণ্যের প্রভাবে তাহা প্রেতদিগের নিকটেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১০। অদাসি মে অকাসি মে ঞ্জাতি মিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্ষিণং দজ্জা পুবেব কতমনুসসরং।

অনুবাদ :—যেই প্রেতগণের উদ্দেশে দান করা হইতেছে, তাঁহারা পূর্বে মনুষ্যজন্মে আমার জ্ঞাতি (পিতৃকুল বা মাতৃকুল পক্ষের জ্ঞাতি) ছিলেন। তখন তাঁহারা আমাকে অন্ন, বস্ত্রাদি কত দিয়াছিলেন আমার কত রকম উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার জ্ঞাতি আমার মিত্র, আমার সহচর সখা এইরূপে তাঁহাদের পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া প্রেতাচারের উদ্দেশে দান করা (শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি করা) জ্ঞাতিগণের কর্তব্য।

১১। নহি রুগ্নং বা সোকো বা যাচঞা পরিদেবনা
নতং পেতানং অথান্ন এবং তিট্ঠন্তি ঞ্জাতয়ো।

অনুবাদ :—মৃতব্যক্তিদের জন্য রোদন করা, শোক করা বিলাপ করা, অশ্রুবর্ষণাদি করা, তাহাতে প্রেতাশ্বাগণের কোনও উপকার হয়না, কেবল তদ্বারা তাহারা নিজেই কষ্ট পায় মাত্র ।

১২। অয়ঞ্চ খো দক্ষিণা দিমা সজ্জম্‌হি সুপ্নতিট্ঠিতা,
দীঘরন্তং হিতায়সুস ঠানসো উপকল্পতি ।

অনুবাদ :—মগধরাজ বিধিসার এইযে, জ্ঞাতি প্রেতাশ্বাদের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধপ্রযুথ ভিক্ষুসজ্জকে দান করিলেন এবং এই দান যে সার্থক হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া ভগবান বুদ্ধ এই গাথায় বলিয়াছিলেন । ইহার অর্থ এই :— হে মহারাজ ! এইযে এখন দান করা হইল, তাহা পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসজ্জে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল (যেন উর্বরা জমিতে ভাল বীজ বপন করা হইল) । এই দানময় পুণ্যফল আপনার মৃত জ্ঞাতি প্রেতগণ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল এবং ইহা দীর্ঘকাল তাহাদের হিতসাধন করিবে ।

১৩। সো ঐতিধম্মো চ অয়ং নিদস্‌সিতো,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা ।
বলঞ্চ ভিক্ষুণমম্মুপ্পদিম্‌,
ভুম্‌হেহি পুণ্ণং পমুতং অনল্পকন্তি ।

অনুবাদ :—মহারাজ, প্রেতাশ্বার উদ্দেশ্যে যে দান করা হইল, এই দানময় পুণ্যকর্ম্মদ্বারা জ্ঞাতিধর্ম্মও পালিত হইল, প্রেতগণেরও যথেষ্ট পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণের শরীরেও বল প্রদান করা হইল এবং আপনিও মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলেন ।

নিধিকণ্ড সূত্রঃ

(নিধিকণ্ড সূত্র)

১। নিধিঃ নিধেতি পুরিসো গন্তীরে ওদকস্তিকে,
অথৈ কিচ্চে সমুপগমে অথায় মে ভবিস্‌সতি ।

অনুবাদ :—“সময়ে কোনও প্রয়োজনীয় কার্য উপস্থিত হইলে এই ধন
আমার উপকারে আসিবে” এইরূপ মনে করিয়া মানুষ ভূমি খনন করিতে ২
নীচে জল উঠে এই বাক্য অতি গভীর গর্ভে ধন পুতিয়া রাখে ।

২। রাজতো বা দুৰুত্তস্ চোরতো পীলিতস্ বা
ইগস্ বা পমোক্‌থায় হৃত্তিক্‌থে আপদাস্ বা ।

অনুবাদ :— ধনের লোভে রাজার অন্যায় আকার বা আদেশ, চোরের
উৎপীড়ণ ও ঋণ হইতে মুক্তির জন্য এবং হৃত্তিক বা আপদ-বিপদের সময়ে এই
ধন উপকারে আসিবে, এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া লোকে ধন পুতিয়া রাখে ।

৩। তাব কনিহিতো সন্তো গন্তীরে ওদকস্তিকে,
ন সকেবা সকেদা এবং তস্‌স তং উপকপ্ততি ।

অনুবাদ :—সেইরূপ অতি গভীর (উদকম্পনী) গর্ভে ধন স্তম্ভরূপে
নিধান করিয়া—সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেও, কিন্তু সেই সব ধন সব সময়ে
তাহার (ধনাধিকারীর) উপকারে আসে না বা তাহার হস্তগত হয় না ।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞা বাস্‌স বিমুয়্‌হতি,
নাগা বা অপনামেস্তি ব্‌ক্‌খা বাপি হরস্তি তং ।

অনুবাদ :—যেহেতু শুশ্রূষন (মাইট্) হয়তঃ কোনও কারণে স্থান-চ্যুতও হইতে পারে, স্থানটির চিহ্ন বা নিশানাও ভুলিয়া যাইতে পারে, নাগরাজ্যও তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারে, অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারী-গণও উহার অজ্ঞাতসারে তাহা উঠাইয়া নিতে পারে। তারও একটা বিশেষ কারণ এই—যখন পুণ্য ক্ষয় হয় (অকুশলকর্ম-বিপাক উপস্থিত হয়) তখন তাহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫ যস্ম দানেন সীলেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি স্থনিহিতো হোতি ইথিয়া পুরিসসু বা,
চেতিম্মহি চ সজ্জেন বা পুগ্গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি চাপি অথো জেট্টম্মহি ভাতরি,
এসো নিধি স্থনিহিতো অজ্জোয়া অমুগামিকে।
পহায় গমনীয়েসু এত্তং আদায় গচ্ছতি ।

অনুবাদ :—যে কোনও জী বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও ধর্মের দ্বারা যেই পুণ্যরূপ ধন সঞ্চিত হয় সেই ধন, আরও বুদ্ধমন্দির বা ধাতু-চৈত্য স্থাপন, সজ্জনান, পুঙ্গলিকদান, অতিথিসেবা, মাতা-পিতার সেবা, কিসা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সন্মান ও তাঁহাদের ভরণপোষণাদি সংকার্যদ্বারা যেই পুণ্য সঞ্চয় করা হয়, সেই পুণ্যই প্রকৃত ধন। এতাদৃশ পুণ্যরূপ ধনই প্রকৃত পক্ষে স্থনিহিত, স্থরক্ষিত, অজয়ের ও অমুগামী বলিয়া কথিত হয়। পার্শ্বিক সমস্ত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই পুণ্যধন লইয়াই মাহুস পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

৬। অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কস্মিরার্থ ধীরো পুঞ্ঞানি যো নিধি অমুগামিনো।

অনুবাদ :—এই পুণ্যরূপধনে অপর সাধারণের অধিকার নাই, এই ধন চোরেও চুরি করিতে পারে না। যেই পুণ্য-ধন মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে (মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মে হিতসাধন করে—সুখ প্রদান করে), তাহা সম্পাদন করা জ্ঞানীজনের একান্ত কর্তব্য।

৭। এস দেব-মমুস্‌সানং সর্বকামদদো নিধি,
য়ং যদেবাভিপথেস্তি সর্বমেতেন লভুতি।

অনুবাদ :—এই পুণ্য দেব ও মমুস্‌গণের সকল বাঞ্ছাপূর্ণকারী ধন। তাহারাই বাহা কিছু পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা সমস্তই এই পুণ্যধনদ্বারা পাইতে পারে।

৮। সুবগ্নতা সুসসরতা সুসঠান-সুরূপতা,
আধিপত্যং পরিবার সর্বমেতেন লভুতি।

অনুবাদ :—শরীরের সুন্দর বর্ণ (উজ্জল কান্তি), সুমধুর কণ্ঠস্বর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সুগঠন, দেহের সৌন্দর্য, আধিপত্য এবং জী-পুত্র-কন্যাদি বহুজনপূর্ণ পরিবার, সমস্তই এই পুণ্যদ্বারা লাভ করা যায়।

৯। পদেসরজ্জং ইস্‌সরিয়ং চক্রবন্তি-সুখং পিয়ং,
দেবরজ্জং পি দিক্বেসু সর্বমেতেন লভুতি।

অনুবাদ :—প্রাদেশিক রাজ্য (ছোটরাজ্য), সাম্রাজ্য (রাজ-রাজত্বার্থ্য), রাজচক্রবর্তীর প্রিয় সুখ এবং বর্গের রাজত্ব (ইন্দ্রত্ব) এই সমস্ত এক মাত্র এই পুণ্যদ্বারাই লাভ করা যায়।

১০। মানুস্‌সিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ দ্ভা রতি,
য়া চ নিব্বান সম্পত্তি সর্বমেতেন লভুতি।

অনুবাদ :—মামুষের বাহা কিছু ভোগসম্পত্তি ও পরিবার সম্পত্তি, দেবলোকে যে দিব্যমুখ এবং পরমমুখ নির্মাণ অর্থাৎ মনুষ্যসম্পত্তি, দেবসম্পত্তি ও নির্মাণ সম্পত্তি এই ত্রিবিধ সম্পত্তি এক মাত্র এই পুণ্যদ্বারা লাভ করা যায়।

১১। মিত্তসম্পদমাগম্য যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জা বিমুত্তি বসীভাবো সন্ধমেতেন লভুতি।

অনুবাদ :—বুদ্ধাদি কল্যাণমিত্ত (উপযুক্ত গুরু) লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ মতে যিনি লীল-সমাধি-বিদর্শন-ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমান্বয়ে লৌকিক বিদর্শন জ্ঞান, লোকোত্তর মার্গ ফল জ্ঞান এবং ঋদ্ধি বলাদি লাভ করেন, একমাত্র পুণ্যবলেই তাঁহার এই সমস্ত লাভ হইয়া থাকে।

১২। পটিসম্বিত্তা বিমোক্ষা চ য়াচ সাবক পারমী,
পচ্চেক-বোধি বুদ্ধভূমি সন্ধমেতেন লভুতি

অনুবাদ :—চতুর্বিধ প্রতিসম্বিত্তা-জ্ঞান, অষ্ট বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী (অর্হৎফল), পচ্চেকবোধি (প্রত্যেক বুদ্ধত্ব) এবং সম্যক্ সর্বোধি (সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান) এই সমস্ত একমাত্র পুণ্যবলেই লাভ হইয়া থাকে।

১৩। এবং মহিজ্জিয়া এসা যুদিদং পুত্রোঃ সম্পদা,
তন্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুত্রোঃ তন্তি।

অনুবাদ :—পুণ্যসম্পত্তির (কুশলকর্মের) এইরূপ অসীম শক্তি ! এই কারণেই বুদ্ধাদি জ্ঞানীগণ পুণ্যকর্মসম্পাদনের এত প্রাশংসা করিয়া থাকেন।

করণীয় মেত্র স্মৃতং

(করণীয় মৈত্রী স্মৃত)

ভূমিকা

১। যস্মাস্মুভাবতো যক্ষা নেব দস্‌সেস্থি ভিংসনঃ,

য়ম্‌হি চেবাস্মুযুজন্তো রস্তিঃ দিবমতন্দিতো,

২। স্মৃৎ স্পতি স্মৃতো চ পাপং কিকি ন পস্‌সতি,

এবমাদি গুণোপেতং পরিভূতং তং ভণাম হে।

অনুবাদ :—যেই পরিভ্রাণ স্মৃতির গুণপ্রভাবে যক্ষগণ (বৃক্ষদেবতাগণ) ভয় দর্শাইতে পারেনা, দিবা-রাত্র অপ্রমত্ত হইয়া যেই স্মৃত ভাবনা করিলে স্মৃতে নিদ্রা ঘাইতে পারে এবং নিদ্রিত ব্যক্তি কোনও ছঃস্পদ দেখে না, এইরূপ গুণযুক্ত সেই পরিভ্রাণস্মৃত পাঠ করিতেছি।

স্মৃতারম্ভ

১। করণীয়মথকুসলেন যস্মৎ সস্মৎ পদং অভিসমেচ্চ,

সকো উজ্জুচ স্‌জ্জুচ স্‌বচো চস্‌স মুদু অনভিমানী।

অনুবাদ :—“নির্মাণ-পদ শাস্ত” ইহা জানিয়া বা তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগাইয়া হিতজ্ঞানসম্পন্ন ভিক্ষুর করণীয় :— শীল-সমাধি-বির্দশন প্রতিপদায় আত্মনিয়োগ অর্থাৎ মধ্যপথ অনুসরণ করা একান্ত কৰ্ত্তব্য। তাঁহার পক্ষে দৃঢ়বীৰ্য্য কুটিলতা শঠতা-প্রবন্ধনাবিহীন, অনভিমানী, কোমল চিত্ত ও কল্যাণমিত্রগণের উপদেশে স্‌বাস্য হওয়া বিশেষ কৰ্ত্তব্য।

২। সমুদ্রস্রোত চ স্রোতরো চ অগ্নিচ্চে চ সমুদ্রকবুত্তি,
সান্তিস্ক্রিয়ো চ নিপকো চ অগ্নগন্তো কুলেস্থ
অনমুগিকো।

অনুবাদ :—যথাক্রমে চতুর্প্রভাবে সমুদ্র-চত্ব স্রোতরীয় (সহজে ভরণ-
পোষনের সুযোগ্য পাত্র), অগ্নকৃত্য (নানা কাজে সর্বদা লিপ্ত ন থাকিয়া
কেবল বিনয় ব্রতাদি আত্মকর্তব্য সম্পন্ন হওয়া), সংলঘুবুত্তি (বহুভাণ্ডাত্যাগ
করিয়া কেবল শ্রমণামুরূপ অষ্ট পরিকারধারী হওয়া), শান্তিস্ক্রিয়, প্রজ্ঞাবান
অপ্রগল্ভ (স্বচ্ছাচারী না হইয়া বিনয়ামুরূপ আচারসম্পন্ন হওয়া) এবং পৃথক্দের
প্রতি অনাসক্ত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

উপরে দুই গাথায় যাহারা নির্দোষ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন,
তাহাদের করণীয় বিষয় নির্দেশ করিয়া এখন তাহাদের অকরণীয় বিষয়ও
নির্দেশ করিবার জন্য ভগবান বলিলেন :—

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিস্বি যেন বিঞ্ঞু পরে
উপবদেয়্যাং।

সুখিনো বা বেমিনো হোস্তু সকেব সন্তা ভবন্তু
সুখিতন্তা।

অনুবাদ :—এমন কোনও ছীন আচরণ করিওনা, বাহাতে বিজগণ
নিন্দা করিতে পারেন।

উপরে সাড়ে তিন গাথায় (“বিঞ্ঞু পরে উপবদেয়্যাং” পর্য্যন্ত)
করণীয় ও অকরণীয় বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছে। তৎপরে দেবতাদির ভয়
নিবারণের জন্য পরিত্রাণ এবং কর্মস্থানের জন্য মৈত্রী ভাবনা নির্দেশ
করিয়া ভগবান বলিলেন :—

৪। যে কেচি পাণ-ভূতখি তসা বা থাবরা বা অনবাসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্জিমা ব্রহ্মসকা অণুকা থুলা।

অনুবাদ :—যে সকল প্রাণী সভয় বা নির্ভয়, দীর্ঘ বা হ্রস্ব, বড় বা
মধ্যম, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আছে, তাহারা সকলেই সুখী হউক।

৫। দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সবেব সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।

অনুবাদ :—অথবা যে সকল প্রাণী দৃশ্য (চক্ষ্রে দেখা যায়) বা
অদৃশ্য (চক্ষ্রে দেখা যায় না), যাহারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে
এবং যাহারা জন্মিয়াছে বা পরে জন্মিবে অর্থাৎ যাহারা মাতৃগর্ভে অথবা
ভ্রূষের ভিতরে আছে, তথা হইতে পরে বহির্গত হইবে, তাহারা সকলেই সুখী
হউক।

৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমণ্ড্ৰেণথ
কথাচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসণ্ড্ৰা নাণ্ড্ৰেণমণ্ড্ৰেণস
দুন্ধমিচ্ছেয়া।

অনুবাদ :—একে অল্পকে বঞ্চনা করিওনা কাহাকেও অবজ্ঞা করিওনা,
কোথাও আক্রোশ বা হিংসা বশতঃ কাহারও অনিষ্ট কামনা করিওনা।

৭। মাতা যথা নিয়ং পুস্তং আয়ুসা একপুস্তমমুরক্কে,
এবম্পি সর্ব ভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

অনুবাদ :—মাতা যেমন নিজের জীবন দিয়াও তাঁহার এক মাত্র
পুত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব
আপন চিত্তে পোষণ করিও।

৮। যেসকল সবল লোকসিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উকং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং

অনুবাদ :—উর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, পূর্বাদি চারিদিকে ও চারি
কোণে অর্থাৎ দশদিকে, সমস্ত জীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ভাবনা
করিও। এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে আপন চিত্তকে অহিংস,
শত্রুতাহীন ও ভেদজ্ঞান শূন্য করিও।

৯। তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা গয় নো বা যাবতস্স
বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয়্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিদমাত্ত।

অনুবাদ :—দাঁড়ান, হাঁটন, উপবেশন ও শয়নের সময় এই চতুর্দিক
ইর্ধ্যাপথে যতক্ষণ মিত্রা না যাইবে ততক্ষণ এই স্মৃতি অর্থাৎ এইরূপ
মৈত্রীচিত্ত সর্বদা জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই প্রকার মৈত্রী ভাবনাকে
“ব্রহ্মবিহার-ভাবনা” বলে।

১০। দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেহু বিনেয়া গেধং নহি জাতু গবুসেয়াং
পুনরেতী'তি।

অনুবাদ :—পূর্কোক্ত মৈত্রীভাবনাকারী তৎপরে বিদর্শন ভাবনায়
মনোনিবেশ করেন তিনি ক্রমাশয়ে দশবিধ বিদর্শনজ্ঞান লাভের পর
শ্রোতাগতি মার্গ-জ্ঞানে মিথ্যাদৃষ্টি (৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি) সমূলে ধ্বংস করিয়া
শ্রোতাগতিকলে প্রতিষ্ঠিত হন। লোকোত্তর লীলে লীলবান শ্রোতাপন্ন পুঙ্গল
(পুরুষ) বিদর্শন ভাবনায় সত্ত্বদাগামীমার্গ ও ফলজ্ঞান লাভ করিয়া যথাক্রমে

অনাগামী মার্গজ্ঞান কামত্ব ও প্রতিষ (ক্রোধ) সমূলে ধ্বংস করিয়া অনাগামী ফল প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অনাগামী পুঙ্গল যদি ইহ জন্মে অর্হত্ব-ফল লাভ করিতে নাইবা পারেন, তাহা হইলে তিনি হৃড়ায় পর মনুষ্যলোকে মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে পুনঃ আসেন না। তিনি “সুদ্বাস” ব্রহ্মলোকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় বিদর্শন ভাবনায় অর্হত্ব-ফল লাভ করেন এবং আয়ুশেষে সেইখানেই পরিসংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যের সন্ধান

ত্রিভুজের গুণ স্মরণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের উপদেশ মতে বাঁহারা চলেন—
চিন্তা করেন বা ধর্ম সাধনা করেন তাঁহারাষ্ট পুনর্জন্ম-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ
করিতে পারেন, অপরে নহে। কারণ, এই জীবলোক অবিচ্ছিন্নকালে আচ্ছন্ন,
ভূষণ-অটায় অড়িত এবং দিট্টি (মিথ্যা দৃষ্টি) জালে আবদ্ধ। এমতাবস্থায়
জীবগণের কর্মপথও বহুবিধ—নানাপ্রকার। তন্মধ্যে আছে মাত্র প্রকৃত
সুপথ বা সত্যপথ একটাই, আর সবই কুপথ বা বিপরীত পথ। সেই সত্যপথ
আবিষ্কারের একমাত্র কঠোর তিনি—দয়াময় বুদ্ধ ভগবান। এই সত্যপথ
আবিষ্কারের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা নিয়া বহু কল্প অনেক জন্ম ধরিয়া অন্বেষণ
করিতে করিতে, পরিশেষে তিনি সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন “গাছা
বোধিদ্রুম মূলে।” সেই দিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

তাঁহার অভিনব লব্ধ সন্ধর্মের প্রচার ও গৌরব বুদ্ধির জন্য ব্রহ্মলোক
হইতে আসিয়া ব্রহ্মা সহস্রপতি ১ করজোড়ে আরাধনা করিলেন—“দেসেতু ভস্মে
ভগবা ধম্মং, দেসেতু সুগতো ধম্মং”—হে ভগবন! ধর্ম দেশনা করুন, হে সুগত!
ধর্ম দেশনা করুন। এইরূপে মহাব্রহ্মার আরাধনায় জীবলোকের হিতের
জন্য, সুখের জন্য জীবগণের প্রতি করুণাচিহ্ন উৎপন্ন করিয়া

(টীকা)

১। সো + অহং + পতি = সহস্রপতি, সোহস্রপতি বা সোহংপতি
(সোহংবাগী)

করণাময় বুদ্ধ ভগবান বহুকাল চক্রর সাধনা-লব্ধ তাঁহার
নবধর্ম সর্ব প্রথম প্রবর্তন করিলেন বারাণসীতে ঋষিপত্তন নামক স্থান
পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট সেই দিন ছিল শুভ আশাভী
পূর্ণিমা তিথি।

অতএব চিন্তা করিয়া সর্বাগ্রে জানিতে হইবে যে মানব জীবন
ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, তাঁহার প্রচারিত সন্ধর্ম এবং তদনুযায়ী গঠিত
তাঁহার শ্রাবক-সম্মত বিরূপ দুর্ভাগ্য এই জীবলোকে। তাহার পর ক্রমিক
অনুসন্ধানে জানিতে হইবে—সেই সত্যমার্গ এবং তদনুসঙ্গ চলিতে হইবে—
দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া, তবেই ত জীবন-মুক্তি—পরম শান্তি। এই দেখুন,
ভগবানের কি সুন্দর উক্তি—

“যথাভূতং অজানন্তো মুক্তিকামাপি য়ে ইহ,
বিসুদ্ধিং নাধিগচ্ছন্তি বায়মন্তাপি যোগিনে”।

অর্থাৎ যথাসত্য মার্গ না জানাতেই কত যোগী কত সাধক বিমুক্তি
(নির্কাম) লাভের জন্য কত রকম চেষ্টা, কত রকম কষ্টের সাধনা করিয়াও
সেই সত্যমার্গের সন্ধান পাইতেছে না। কারণ জীবলোকে কর্মপথ বহুবিধ,
কিন্তু প্রকৃত স্পৃহের পরিচয় কেহই পাইতেছে না।

ইহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখুন—

“যথাপি নাম জজ্ঞাকো নরো অপরিণায়কো,
একদা যাত্তি মগ্গেণ কুস্মগ্গেনাপি একদা।
সংসারে সংসারঃ বালো তথা অপরিণায়কো,
করোতি একদা পুণ্ড্রং অপুণ্ড্রং ঞ্জমপি একদা”।

অর্থাৎ পরিমার্জক বিহীন জ্ঞানী লোক যেমন পথ দিয়া চলিবার সময় একবার
একটু ভাল পথে আসিয়া কয়েক কদম্ চলে, আবার কুপথে যাইয়া কণ্টকে

গড়াগড়ি করে। তদ্রূপ “অন্ধপুথুজ্ঞান” ও (অজ্ঞানী লোক ও) এক সময় একটু সুকর্মেও করে, আবার অন্য সময় কুকর্মেও জড়িত হইয়া নিজের দুঃখ নিকাই আনয়ন করে।

সুকর্ম ও কুকর্ম জীবগণ নিজেই করে এবং তদনুযায়ী ইহার ভাল-মন্দ ফলও তাহারা নিজেই ভোগ করে। কেননা কর্মই জন্মের কারণ। তবে কর্মের কারণ কি? “অবিজ্ঞাপট্টার সংসার”—অবিদ্যা হইতে কর্মের উৎপত্তি। অবিদ্যাই কর্মের কারণ। এই অবিদ্যা জনিত কর্ম ও কর্মজনিত জন্ম হইতেই দুঃখের পারাবার। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনঃ জন্ম! জীবের এই রকম জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনঃপুনঃ সংসারণকে বলে ‘সংসার’। এইরূপ সংসারের আদি নাই—ইহা অনাদি। জীবগণ অনাদিকাল হইতে এইরূপ সংসারচক্রে ঘুরিতেই আছে তাহা হইতে বাহির হইবার সুপথ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক এই ত্রিলোকই জীবগণের জন্ম-মৃত্যুবশে সংসরণ বা সংসার। একমাত্র পথ-প্রদর্শকের সহায়তা বাতীত এই সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার পথ কেহই চিনিতেছে না বা জানিতে পারিতেছে না। কাজেই যাহারা এই সুপথের পথিক হইতে চাহেন, তাহাদিগকে সর্বপ্রথমেই সেই পথ-প্রদর্শককে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে হইবে, নতুবা এই সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায় জানিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই কথাই উপর যদি কেহ বলে যে, সেই পথ-প্রদর্শক ভগবান বুদ্ধ ত এখন নাই। বহুদিন পূর্বেই তিনি “মহাপরিনির্বাণ” প্রাপ্ত হইয়াছেন। হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহার পরিনির্বাণ সময়ে তিনি যে শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন—“হে আনন্দ এখন আমার পরিনির্বাণের সময়। আমার অবর্তমানে অর্থাৎ আমার পরিনির্বাণের পরে আমি নাই বলিয়া তোমরা অনুশোচনা করিওনা”। যদি কেহ বলে “বুদ্ধ নাই—তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন”। তাহা হইলে, তোমরা এই শেষ বাণীটিও আমার প্রচার করিও এবং সকলকে ভালরূপে

বুঝাটয়া দিও—আমি যেই ধর্ম ও বিনয় দেখনা করিয়াছি ও প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছি, তাহাদের মোট সংখ্যা চৌরানী হাজার ধর্মবৃদ্ধ হইবে। এই চৌরানী হাজার ধর্মবৃদ্ধকে, যাহা “পরিস্বস্তিসঙ্কর্ম” বা “ত্রিপিটক” নামে পরিচিত, তাহা তোমাদের শাস্তা—বুদ্ধ—ভগবান”। এই শরীর অনিত্য—পরিণামশীল। কাজেই তাহা অনিত্যতা প্রাপ্ত হইবেই। এই শরীরী বুদ্ধের পরিনির্কারণের পরে ‘ধর্মকায়-বুদ্ধই’ বর্তমান থাকিবেন।

এই বিষয় সম্বন্ধে বুদ্ধ-বচন’ আরও আছে :—

“সম্মুজ্জানং দুবে কায়়া, রূপকায়ো সিরিধরো,

য়ো তেহি দেসিতো ধম্মো ধম্মকায়ো’তি বুদ্ধতি”।

ইহার অর্থ—সম্মুদগমের কায় দ্বিবিধ, যথা—শ্রীধর “রূপকায়” এবং তাঁহাদের দেশিত ধর্মই, “ধর্মকায়” নামে কথিত হয়।

“য়ো হি পস্‌সতি সঙ্কম্মং সো মং পস্‌সতি পণ্ডিতো,

অপস্‌সমানো হি সঙ্কম্মং মং পস্‌সম্পি ন পস্‌সতি”।

অর্থ—যেই পণ্ডিত লোক বা জ্ঞানী জন স্বীয় জ্ঞানচক্ষে সঙ্কর্মকে দেখে সে আমাকেই দেখে, আর যেই ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে সঙ্কর্মকে দেখিতে পায়না, সে আমাকে দেখিয়াও কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে আমাকে দেখিতে পায়না।

যাহা হউক, এখন আলোচ্য বিষয়মতে “রূপকায়-বুদ্ধ” “পরিনির্কারণ” প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু “ধর্মকায়-বুদ্ধ” বর্তমান আছেন, ইহা নিশ্চয়ই। এই “ধর্মকায়-বুদ্ধই” এখন সেই “মহানির্কারণ পথের” একমাত্র সহায়। পথভ্রান্ত বহুজন তাঁহারই নির্দেশ মতে চলিয়া মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, তাঁহার উক্তি :—

“যদা চ এতান্না সো ধর্ম্যং সচ্চানি অভিসমেষুসতি,
তদা অবিক্জ্জুপসমা উপসন্তো চরিসুসতী’তি।”

অর্থাৎ সেই মহাপথ প্রদর্শক সর্বজ্ঞ বুদ্ধের দর্শিত ধর্ম শ্রবণ করিয়া, তাহা জ্ঞানপূর্বক চিন্তা করিয়া, তাহার প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং তদনুরূপ সাধনাদ্বারা যখন সে মার্গজ্ঞানে চতুরাধ্য সত্য জানিবে—জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে— দর্শন করিবে, তখনই তাহার অবিভ্রামূলক তৃষ্ণাদি সমস্ত ক্লেশের (আভ্যন্তরীণ রিপু সমূহের) উপশমে শান্তিতে বিচরণ করিবে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা পারমার্থিক বিষয়। বাস্তবিকই, এই ধর্ম অতি গম্ভীর ও অতিসূক্ষ্ম, এজন্ত তাহা চদৃশ ও ছর্বোধ্য, অথচ শাস্ত, প্রণীত ও তর্কশূন্য, মার্গজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিলেই মনের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়, কাজেই তাহাতে তর্ক করিবার আর কিছুই থাকে না।

এখানে **নির্ব্বাণ** ও **মার্গ** সম্বন্ধে সকল শ্রেণী পাঠকদের বোধগম্য একটা সরল উপমা মাত্র আনাদের নবীন পাঠকগণের সম্মুখে দাঁড় করা হইতেছে। ইহা নূতন কথা নহে। গয়া তীর্থ যাত্রীদের মত এক দল নূতন তীর্থযাত্রী পবিত্র তীর্থ দর্শনে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গয়া যাত্রীগণের যেমন এক জন উপযুক্ত তীর্থপ্রদর্শক পূজারী ব্রাহ্মণ পাণ্ডার দরকার করে, সেইরূপ এই নূতন তীর্থযাত্রীদের ও এক জন অতি সুদক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের পরম সৌভাগ্যক্রমে মিলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যাইবেন “**মহানির্ব্বাণ তীর্থ**” দর্শনে। পণ্ডিতজী প্রথমেই তাঁহার যাত্রীগণকে ভালরূপে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আরও সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দেখ যাত্রীগণ, এই পথে যাইতে চোর-ডাকাইতদের বড়ই ভয় আছে। তোমরা সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিও এবং আমার

কথামতেই চলিও নতুবা নিপদের আশঙ্কা আছে। ষাট্রিগণ সকলেই একমতে স্বীকার করিলেন—হাঁ গুরুজী, তাহা নিশ্চয়ই, আপনার আদেশমতেই চলিব। আমরা অজানা পথের পথিক। আমাদের প্রতি গুরুজীর যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার প্রতি আমাদের অন্তরে আছে অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের জীবন—মরণ আপনার—ওই রাঙ্গা চরণে সমর্পণ করিলাম। পণ্ডিতজী সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া পুনঃ বলিতে লাগিলেন—দেখ, ষাট্রিগণ এই পথে যাইতে হইলে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিতে হয়। কাজেই তোমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইবে এবং যুদ্ধের সাজ দিয়া সুদক্ষ সৈনিক পুরুষদের মত তোমাদিগকে সাজিতে হইবে। এই ধর যুদ্ধের সাজ, এই নাও স্মৃতীকৃত অস্ত্র। আরো একটা তেজস্কর “মন্ত্র-কবচ” তোমাদের কণ্ঠে ধারণ কর :—

“আরভথ নিকমথ যুজ্জথ বুদ্ধসাসনে,

ধূনাথ মচ্চুনো সেনং নলাগারং’ব কুঞ্জরো”।

অর্থাৎ দৃঢ়বীৰ্য্য হও, পরাক্রমশালী হও, বুদ্ধশাসনে মারসংগ্রামে নিযুক্ত হও এবং সৈন্য মারসেনাপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। কুঞ্জর (হস্তী) যেমন নলাগার (নলবাঁশের ঘর) অনায়াসে পদদলিত করে—চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, সেইরূপ তোমরাও এই সৈন্য মারসেনাপতিকে পরাস্ত কর, বিনাশ কর, এবং সংগ্রাম-বিজয়ী হও। এই “অমরগণ কবচটা আমাদের পরমগুরু-প্রদত্ত। এই কবচটাও তোমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে ধারণ কর। আচ্ছা, তবে এখন চল, আমার পাছে পাছেই তোমরা থাকিও আর খুবই সাবধানে চলিও। এই সময় ষাট্রিদের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, গুরুজী, এই দেশের লোকেরা পণ্ডিতজীকে পাণ্ডাজী

বলিয়া সোধোন করেন কেন? হাঁ, তাহা তো ঠিকই। এই দেশের প্রচলিত কথায় পণ্ডিতজীকে পাণ্ডাজী বলে। ইহা সম্মানজনক অর্থ। বেশ, গুরুজী, এখনই বুঝিলাম ইহার অর্থ। আমরা নাকি বাঙ্গালী জাতী পাড়ার্মাদের লোক, বিশেষতঃ এই অচেনা দেশে আসিয়াছি অল্প দিন মাত্র, নূতন যাত্রী আমরা, তাই এদেশের ভাষায় অনভিজ্ঞ। অপরাধ মার্জনা করুন, গুরুজী। অপরাধ কিসের? সন্দেহ হইলে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাদের মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিও। হাঁ, গুরুজী! আপনার উপদেশ আমাদের শিরোধার্য। তৎপরে তিনি পথের বর্ণনাও শুনাইতে লাগিলেন। দেখ, যাত্রীগণ, আমি তোমাদিগকে যেই পথে লইয়া যাইব, সেই পথ অন্ধকার নহে। এই পথের প্রথমেই একটা স্তম্ভোপরি একটা তৈলের প্রদীপ মিটমিট করিয়া জলিতেছে। তৎপরে ইহার কিছু দূরে এক একটা স্তম্ভোপরি এক একটা “গ্যাসলাইট”। এইরূপে এই ছোট রাস্তার ক্রমান্বয়ে দশটি ‘আলো’ আছে; কিন্তু ইহাদের একটার থেকে অন্যটা ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল—দীপ্তিকর। তাহারপর, তোমরা দেখিতে পাইবে—এই পথের শেষপ্রান্তে একটা নদী, সেই নদীর নাম “স্বর্ণরেখা নদী” সেই নদীর উপরে আছে এক খুলন্ সেতু (টাঙ্গাপোল) এবং সেতুর উপরে আছে মহাতীর্থাভিমুখী একটা বড় তেজস্বর “সার্চলাইট”। সেতুর পরপারেই সেই মহাতীর্থের স্নানর সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা। তাহার উভয় পার্শ্ব—সুমন-মালতী-গন্ধরাজাদি সপ্তত্রিংশতি বিবিধ কুমুমবন-ভ্রমর কুণ্ডিত, জন-মনতোষিত, নানা শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পুষ্প-ফলসমম্বিতামৃত তরুরাজি বিরাজিত এবং জিনবর বর্ণিত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ-পুনঃ তদুপরি—নীলাকাশতলে

শীল কুমুমদামবিরচিত বিতানে পরিশোভিত
ও প্রভাস্করাদির প্রভাষ প্রভাসিত!

এই বানে আসিয়া যাত্রিগণ স্মধুর অমৃত ফলই ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়া যান। এখানে আর অন্য কোনও রকম আহার নাই। কেবল অমৃত ফলট তাঁহাদের এক মাত্র ভক্ষ্য, অন্য রকম আহার তাঁহারা আর স্পর্শও করিতে চাহেন না। তাহার পর, তিনি আরও বলিলেন—সেই রাস্তার প্রথমেই এক মণিময় বেদীর উপরে চারুৱত্ন খচিত এক স্তম্ভোপরি এক প্রকাণ্ড “ইলেক্ট্রিক্‌ লাইট” যাহার আলোকে বহু শত যোজন স্থান আলোকিত হয়। এই লাইটের নাম “প্রভাস্কর”, ইহার সন্নিকটে সেইরূপ বেদীর উপরে এক স্তম্ভোপরি তিনটি লাইট। এই লাইটের নাম ‘জ্যোতিষ্কর’। একত্রে তিনটা জ্যোতি ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম ‘জ্যোতিষ্কর’। তাহার সমীপে আরও আছে—এক জ্যোতির্ময় “শাস্তি-কুটার,” আরও আছে—স্নেহে জন্ত শীতল জলকুণ্ড, হোমের জন্ত যজ্ঞকুণ্ড এবং লোকনাথের শ্রীপদচিহ্ন। সেই রাস্তায় কিছু দূরে দূরে এই রকম আরও তিনটি ভীষণস্থান আছে, কিন্তু ইহাদের একটার থেকে অন্যটা অধিকতর সুন্দর ও আলোকময়।

যাহা হউক সেই বড় রাস্তায় ভয়ের বিশেষ কারণ নাই বটে, কিন্তু এই ছোট রাস্তাতেই চোর-দস্যুদের ভয় খুবই বেশী। আরও একটি কথা তোমাঙ্গিকে জানাইয়া দিতেছি। এই ছোট রাস্তা দিয়া প্রথমে বাইবার সময় দশ জন তস্কর তোমাদের পাছে পাছে লাগাই থাকিবে। তোমরা চলিতে খুবই সতর্ক হইয়া চলিও। কোনও প্রকারে এই ছোট রাস্তা অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তাটি ধরিতে পারিলেই তোমরা এক প্রকার নিরাপদ হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতে পণ্ডিতজী তাঁহার যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া বাইতে লাগিলেন। সারাটি পথেই তাঁহারা শত্রুদের সহিত

সংগ্রাম করিয়া যাইতে যাইতে একিবারে সেই “স্বর্ণরেখা নদীর” সেতুর উপরে উঠিলেন। এই স্থান হইতেই যাত্রিগণ সেই “সার্চলাইটের” দ্বারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন বিদ্যুৎচমকের স্থায় সেই “মহাতীর্থের” একটু মাত্র ক্ষীণ জ্যোতিরেখা। তৎপরে তাঁহারা সেতু পার হইয়া বড় রাস্তার মাথায় প্রথম বেদীর উপরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখনই “প্রভাকরের” তেজে ঐ দশ জন ডাকাইতের মধ্যে তিনজন ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিগণও দেখিতে পাইলেন চারিটি অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্য দৃশ্য! সেই খান হইতে তাঁহারা শীঘ্রই আসিলেন “জ্যোতিষ্করের” বেদীর উপরে এবং এই স্থানেও সেই চারিটি দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন—

আচ্ছা, তবে এখন তোমরা এই স্মরমা “শাস্তি কুটীরে” একটু বিশ্রাম কর। এখানে শীতল জলকুণ্ড আছে, স্নান কর। তাহার পর ঐ স্থানে লোকনাথের শ্রীপাদ-চিহ্ন আছে, পূজা করিতে হইবে। এইখানে যজ্ঞ কুণ্ড আছে, হোম করিতে হইবে। হোমের পর দক্ষিণী, তাহার পর উৎসর্গ করিতে হইবে। তখন একজন যাত্রী বলিলেন—গুরুজী, দক্ষিণাটা পরে দিলে হইবে না? না, তাহা হইবে না। কেন হইবে না গুরুজী? এত কথা বল কেন বাবা? তোমাদের পূর্ব পুরুষদের জ্ঞান পিণ্ড দিতে তোমরা এই তীর্থস্থানে আসিয়াছ। ইহাতে তোমাদেরও কত পুণ্য হইবে। দক্ষিণাটা নিয়ে এত গোলমাল কর কেন বাবা? আগে দক্ষিণাটা দিয়ে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট কর। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেই তো তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা তোমাদিগকে ভালরূপে আশীর্বাদ করিবেন। হাঁ গুরুজী, এখন বুঝিলাম। আপনার উপদেশ মতেই কার্য্য করা হইবে। তাহা হইলে সম্মুখে আরও তিনটা তীর্থস্থান আছে। সেইখানেও এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে। হাঁ গুরুজী, তাহা নিশ্চয় করিব। আর একটা কথা আমরা জানিতে চাই। গুরুজী, আপনারা বোধ হয়, দয়াময় মহাপ্রভুর

শিষ্য। হাঁ, তাঁহারই শিষ্য, আমরা কুলীন প্রতিধর ব্রাহ্মণ। তাঁহার আদেশমতে আমরা নানা দেশ-বিদেশে বিচরণ করিয়া যাত্রী লোক সংগ্রহ করিয়া নিয়ে আসি এবং এই সকল জ্ঞানতীর্থ দর্শন করাইয়া তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকি। ইহাই ত এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। সাধু, সাধু। গুরুজী, আপনারা বড়ই দয়ালু এবং লোকের মহোপকারী। এখন ঠিক বুঝিলাম—আপনারাই দক্ষিণায় উপযুক্ত পাত্র ও সকলের পূজনীয়। আমাদের পরিজন ও প্রিয় বস্তু সবই ছাড়িয়া আমরা এইখানে আসিয়াছি, করিব কি—এখন আমাদের সঙ্গে বাহ্য কিছু আছে তাহাই দক্ষিণায় রূপ এই অর্পণ করিলাম। আশীর্বাদ করুন, গুরুজী, যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হাঁ, আশীর্বাদ করি—তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তবে এখন উৎসর্গ আদ্যস্ত করি। এই পূণ্যতীর্থে যে পিণ্ড দান করা হইল, এই পূণ্য গ্রহণ করিয়া তোমাদের পিতৃকুল, মাতৃকুল, স্বশুরকুল, শাশুরীকুল, ইষ্ট-মিত্র বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সপ্তম পুরুষ সকলেই প্রেত লোক হইতে মুক্ত হইয়া যাউক। সাধু, সাধু, সাধু,। গুরুজীর চরণযুগলে আমাদের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করি। আচ্ছা, তবে এখন চল আর বিলম্ব করিওনা। তোমরা আমার পাছে পাছে থাকিও আর আমি তোমাদের পুরোভাগেই আছি।

এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা দ্বিতীয় ‘প্রভাকরের’ বেদীর উপরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই স্থানে “প্রভাকরের” ভেঙ্গে সেই বাকী সাত জন ভাকাইত দুর্কল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া রহিল। এই স্থানেও বাত্রিগণ সেই চারিটা দৃশ্য দেখিলেন। এই বেদী হইতে নামিয়া তাঁহারা অতি শীঘ্র “জ্যোতিষ্করের” বেদীর উপরে আসিলেন এবং সেই চারিটা দৃশ্য ও পুনঃ দেখিতে পাইলেন। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন—এই ‘শাস্তিকুটীরে’ তোমরা একটু বিশ্রাম কর। দেখতো কি সুন্দর স্থান, কিরূপ উজ্জল আলো, কিরূপ শাস্তি। আচ্ছা, তবে এখন পুনঃ চল, তোমরা এস আমার

পাছে পাছে। এইরূপে বাইত বাইতে তাঁহারা তৃতীয় “প্রভাকরের” বেদীর উপরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তখনই এই ‘প্রভাকরের’ তেজে ঐ ক্ষীণ-প্রাণ দুর্বল সাত জন তত্ত্বের মধ্যে দুইজন বিনষ্ট হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগণ এখানেও সেই চারিটা আশ্চর্য্য দৃশ্য আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন—এই “শাস্তি কুটীরে” তোমরা আর একটু আরাম করিয়া লও। দেখ তো এই স্থানের সৌন্দর্য্য কেমন? কি ইচ্ছা আলো, কিরূপ শাস্তি। আচ্ছা, তবে এখন পুনঃ চল, তোমরা এস আমার পাছে পাছে। এই দিকে আর তেমন ভয় নাই। এই রাস্তার রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে এস, আর এইখানকার অমৃত ফল মনের মতন ভক্ষণ কর। দেখ তো কেমন বর্ণ-গন্ধ-রস এই ফলের? হাঁ প্রভু সবই আপনার দয়া। আপনার একমাত্র কৃপাবলেই আমাদের এই অজানা অচেনা পথে ও অচেনা দেশে আসিয়া যাহা দেখিতেছি, যাহা উপলব্ধি করিতেছি, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—তেমন ভাষাও বোধহয় মানবের নাই বর্ণনা করিবার। তবে নাকি প্রভু, “মহাপ্রভু”কে দর্শন করিতে আমাদের মন বড়ই আকুল হইয়াছে। আচ্ছা, তাহা হইলে শীঘ্রই এস, নিশ্চয় তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনিও তোমাদের জন্ত চিন্তা করেন, কেবল তোমাদের জন্ত নহে এই সংসার চক্রে আবদ্ধ সকল প্রাণীর জন্তই তিনি সদা চিন্তা করিতে থাকেন। তিনি করুণাময়, জীবগণের প্রতি তাঁহার অসীম করুণা।

তাঁহার পর, তথা হইতে পণ্ডিতজী তাঁহার বাত্রীদল নিয়া বাইতে বাইতে শেষ চতুর্থ ‘প্রভাকরের’ বেদীর উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেই ঐ ক্ষীণপ্রাণ দুর্বল পাঁচজন দম্পত্য এখানকার ‘প্রভাকরের’ তেজে একিবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল, আর একজন দম্পত্যও বাকী রহিলনা। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন—তোমাদের সব শত্রুই বিনষ্ট হইল, এখন আর

কোনও উপদ্রব নাই। রাস্তাও শেষ হইল, হাঁটাইটি-পরিশ্রমও শেষ হইয়াছে, এখন তেমন বিশেষ কিছু করিবারও নাই। এই হইতে তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়াছ। এখন কেবল শাস্তি ভিন্ন অশাস্তির লেশমাত্রও পাইবেনা। তখনই যাত্রিগণ ভিত্তিতে একিবারে তন্দ্রা হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা সমস্তরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু, সাধু। গুরুজী, আপনার গুণের একি অপূর্ণ মহিমা! আপনার ত্রীপাদ পঙ্কজ-রজ আমাদের উত্তমাদ শিরে লইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করি, অহো! একি! একি! একি দেখিতেছি! এই যে চারি আর্থ্য সত্য! একি অপূর্ণ দৃষ্টি! অহো! একি উপলব্ধি করিতেছি! এই যে শাস্তি! শাস্তি! শাস্তিই কেবল। হে গুরুজী! আপনাকে পাওয়াই আজ আমাদের জীবন সার্থক হইল; আপনার সঙ্গে আমাদের এই শুভ যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইল। ধন্য গুরুজী আমাদের। আপনার গুণ আমাদের চিরস্মরণীয়। ইহার পর, গুরুজী বলিলেন—তবে আর দেবী কিসের? ত্রিরত্নের গুণাবলী স্মরণ করিয়া এস, সময় হ'য়েছে। এখন মহানির্বাণ-তীর্থে প্রবেশ করি। এই সময় আরও একটা কথা। কথাটা এই—সেই পবিত্র 'মহাতীর্থে' এই অশুচি শরীর নিয়া প্রবেশ করা যায় না। এই দুর্গন্ধ দেহ-ভার পরিত্যাগ করিয়াই তথায় প্রবেশ করিতে হয়। ইতোপূর্বে তোমরা দশ রকম মল-ভার দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ। এখন তোমাদিগকে এই অশুচি দেহ-ভারও নিক্ষেপ করিতে হইবে। তবেই ত এই 'চরমতীর্থে' প্রবেশ করিতে পারিবে। হাঁ, প্রভু! আমরাও সেইরূপ করিতে চাই। এইরূপ ভার আমরা অনাদিকাল পেকে জন্মে জন্মেই বহন করিয়া আসিতেছি। আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হয়না এই বোঝা বহন করিতে। প্রভু, এখনই আমরা চাই—সেই চরম স্থান 'পরমতীর্থে' প্রবেশ করিতে এবং যিনি সকলেরই পরম গুরু, সেই মহাপ্রভু ভগবানকে দর্শন করিতে। তখন গুরুজী বলিলেন—তাহা হইলে এখন তোমরা প্রস্তুত

হও। যাইবার সময় আর একবার ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ কর। হাঁ প্রভু, এই শুভ মুহূর্ত্তে আর একটুবার তাঁহাদের গুণ স্মরণ করি—এই ত্রিরত্নই আমাদের একমাত্র শরণ বা অভয় আশ্রয়। “নমো বুদ্ধায়, নমো ধর্ম্মায়, নমো সজ্জায়। বুদ্ধো মে সরণঃ, ধর্ম্মো মে সরণঃ, সজ্জো মে সরণঃ। নমো নমো তিরতণায় নমো।” “অনিচ্ছা বত সঙ্ঘারা”।

তাঁহারা সকলেই ‘অশুচি কায়’ পরিত্যাগ করিলেন এবং ‘ধর্ম্মকায়’ ধারণ করিলেন। গুরুজী তখন তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই পরম তীর্থ ‘মহানির্ঝাণে’ প্রবেশ করিলেন। সাধু, সাধু, সাধু। যাত্রিগণ তথাকার অপূর্ব রূপমাধুরী দেখিয়া একিবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে, তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন গুরুজী তাঁহাদিগকে প্রথমেই দেখাইতেছেন—এই যে, চারু রত্ন খচিত ও প্রভাষিত ধর্ম্মসনে উপবিষ্ট ধ্যানে রত জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ। তিনিই আমাদের পরম গুরু গৌতম ‘ধর্ম্মকায়বুদ্ধ’

তাঁহাকে অবনত শিরে প্রণাম কর। তারপর এই যে, তনুহরারি অষ্টবিংশতি জ্যোতির্ম্ময় ‘ধর্ম্মকায় বুদ্ধ’, তাঁহাদিগকে অভিবাদন কর। আরও দেখ, কত অসংখ্য ‘পাচ্চকবুদ্ধ’, নমস্কার কর। আরও দেখ চারিদিকে বহু অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় ‘ধর্ম্মকায় শ্রাবকসজ্জ’, প্রণতি কর। এখন তবে আর একটা কথা শুন। এই পবিত্র পুণ্যক্ষেত্রই ‘পরমামৃত মহানির্ঝাণ তীর্থ’, ইহাই জ্ঞানী পুরুষদের প্রশংসিত নিফলক ধর্ম্মরাজ্য। এই পবিত্র পরমার্থ ধর্ম্মভাবময় পরমতীর্থের “রূপ” বর্ণনা করিবার সাধ্যার্থ্য কাহারও নাই। ভাষাও তেমন নাই ইহার “রূপ বর্ণনা করিতে পারা যায়। ইহা ত্রিলোকের অতীত, ত্রিকালের অতীত এবং ভাষারও অতীত। ইহার সীমাও নাই—ইহা অসীম—অনন্ত। ভাষায় ইহার ‘রূপ’ বর্ণনা করা যায়না—ব্যক্ত করা যায় না, এক কথায় ইহা—‘অব্যক্ত’।

“নির্দ্বন্দ্বং পরমং সুখং”—নির্দ্বন্দ্বং পরম সুখ, ইহা কেবল জ্ঞানী আর্ধ্যগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ইহার ‘রূপ’ ও তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জ্ঞান-চক্ষুতেই দর্শন করিতে পারেন মাত্র। নতুবা এক জন অন্য জনকে ভাষায় কোন প্রকারেই তাহা উপলব্ধি করাইতে বা দর্শন করাইতে পারেন না।

আচ্ছা, তবে এখন তোমরা সকলে ভক্তিভরে ত্রিরত্নকে বন্দনা কর।
হাঁ প্রভু, আমরা ত্রিরত্ন-বন্দনা আরম্ভ করি।

১। “বুদ্ধো হি অগ্গো লোকস্মিং ধম্মো সন্তিকরো সিবো,
সজ্জোপি চ গুণা সেট্টো তয়ো এতে অনুত্তরা।

তেসং ভিন্নং নমস্সামি, উপেমি সরগত্তয়ং।”

২। “নমো করোমি বুদ্ধস্স নমো ধম্মস্স তস্স চ,

সজ্জস্সাপি নমো তস্স তেসং ভিন্নং নমো নমো।”

তৎপরে যাত্রিগণ তথাকার মনোরম শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া ঘেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। একি অপরূপ দৃশ্য! ওহে দয়াময় বুদ্ধ ভগবান! আপনার গুণের একি অপার মহিমা! সেই অপূর্ণ গুণের আকর্ষণেই আমরা আকৃষ্ট হই এই “মহানির্দ্বন্দ্ব-তীর্থে” পৌছিতে সক্ষম হইলাম। আমাদের পুনর্জন্ম নিরোধ হইল, সব ছঃখাশি সমূলে নির্দ্বন্দ্বিত হইল। অহো! একি “পরম সুখ”—“শান্তিপদ” লাভ করিলাম! ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। হে গুরুজী! অন্য কিছুই আর চাই না। আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। ধত্ত, ধত্ত, তোমাদেরকে শত ধত্তবাদ।
আচ্ছা, তবে যাত্রিগণ, আর একটা কথা শুন :—

মহাকাব্যিক বুদ্ধের বাণী—“চরৎ ভিক্ষুবেচারিকং বহুজন হিতায় বহু জন সুখায়”.....। এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তোমাদের হিতের জন্ত, সুখের জন্ত আমার যাচা করণীয় তাহা সম্পাদন করা হইল।

পরিশেষে, তোমরা সকলে সানন্দে আর একবার সাধুবাদ দিয়া এই “পরমার্থ-ধর্মভীর্থে” পরম সুখে ধর্ম-সুখ পান করিতেই থাক। তবে এমন আমি আসি। নমঃ নমঃ গুরুকে নমঃ। সাধু, সাধু, সাধু।

তুলনা

পাঠকগণ, এখন সহজে বুঝিতে পারিবেন। উপরে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এখানে উহার সহিত প্রকৃত বিষয়ের তুলনা করা হইতেছে। কিন্তু ইহার পূর্বে আরও একটা কথা জানান হইতেছে। কথাটা এই—যে বিষয়টুকু উপরে বর্ণিত হইল, তাহার আভ্যন্তরীণ ভাবধারাটি আমার নিজের নহে, তাহা “বিশুদ্ধি মার্গের” পরমার্থ-চিন্তাধারার সহিত যত টুকু সম্ভব মিল রাখিয়া কেবল ‘রূপকের’ মধ্যেই আনয়ন করা হইয়াছে মাত্র। আর ও একটা কথা এই—বিষয়টা বাস্তবিকই অতি গভীর, অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। এই কারণে খুবই চিন্তা করিয়া এই জটিল বিষয়টি যাহাতে সকলের পক্ষে সহজ-বোধগম্য হইতে পারে এবং বর্তমান যুগধর্ম্মানুযায়ী পাঠকগণের পাঠেও স্বচিকর হইতে পারে, এজন্য তাহাতে একটু ‘রূপ’ দেওয়া হইয়াছে মাত্র, নতুবা নিরাকার ও অরূপ বস্তুকে সাধারণ ও স্বরূপে আনিয়া দেখাইবার বা বুঝাইবার আর অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, এখন আসল বস্তুব্য বিষয়ের আলোচনা শেষ করা উচিত মনে করি।

পাঠকগণ, একটু পূর্বে যেই একজন পণ্ডিতজী ও একদল ভীষ্মবাত্তীকে দেখিতে পাইলেন; মনে করুন, সেই পণ্ডিতজী নাকি যেন

‘মহাক্ষাপ হবির.’ যিনি এষ্ট বুদ্ধশাসনে সর্বশ্রেষ্ঠ ধৃতাদ্বারী এবং প্রথম মহাসঙ্ঘাতির মহামাত্র ও সুর্যোগা সভাপতি ছিলেন। আর সেই যাত্রিগণও যেন তাঁহারই শিষ্যবর্গ। এইরূপ উপযুক্ত গুরুদেবের পদাশ্রিত শিষ্যগণ প্রথমেই ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করিলেন এবং তদনুযায়ী নিরুলঙ্ঘ্য জীবন গঠন করিতে সকলেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে গুরুর উপদেশে তাঁহারা কর্মস্থান ভাবনায় মনোযোগী হইলেন। তখন গুরুদেব তাঁহাদিগকে একটা ভাল উপদেশ দিলেন। তখন শিষ্যগণ, করুণাময় বুদ্ধের পরিনির্দীর্ণ সময়ে সকলের প্রতি করুণা-চিত্ত উৎপন্ন করিয়া তাঁহার অস্তিম বচন—“হন্দ’দানি ভিক্ষুগে আমসুয়ামি বো, বয়সস্মা সস্মারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথা’তি”—হে ভিক্ষুগণ ! তোমাদের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ, নিশ্চয় জানিও—‘সংস্কারপুঞ্জ’ (পঞ্চস্কন্ধ) অনিত্য, কণ্ঠতস্থুর ও পরিণামশীল। তোমাদের আত্মকর্তব্য (১) অপ্রমাদে সম্পাদন করিও।

তৎপর ভক্ত শিষ্যগণ গুরুদেবের নির্দেশমতে সকললষ্ট শীলে প্রতিষ্ঠিত ও সমাধিসম্পন্ন হইয়া বিদর্শন-ভাবনায় রত হইলেন। তাঁহারা বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞান লাভের পর ‘গোত্রভূ-জ্ঞান’ একটুমাত্র ‘নির্দীর্ণ’ দর্শন করিয়া পরক্ষণেই শ্রোতাপত্তি-

১। (টীকা) :—

স্ফোরণ পালি, “অন্তকিচ্ছং” :—

“অধিসীল-অধিচিহ্নানং অধিপঞ্ঞায় সিক্খনং,

অন্তকিচ্ছন্তি বিঞ্ঞেয়্য ন অঞ্ঞকামা গবেসিনো।”

অর্থাৎ পরিপূর্ণ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষাই নির্দীর্ণকামী ভিক্ষুদের আত্মকর্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য বিষয়ের গবেষণা করা তাঁহাদের আত্মকর্তব্য নহে।

মার্গজ্ঞান ও স্রোতাপত্তি-ফলজ্ঞান লাভ করিলেন। এইখানে স্রোতাপত্তি-মার্গজ্ঞানে দশ প্রকার সংযোজনের মধ্যে (দশবিধ রিপুবন্ধনের মধ্যে) সন্ধারদিট্ঠি, সংশয় ও শীলব্রত (অর্থাৎ ৬২ প্রকার নিপ্যাদৃষ্টি, ২৪ প্রকার সংশয় ও বিপরীত শীল-বিপরীত ব্রত) এই তিন প্রকার রিপুর বন্ধন বিচ্ছিন্ন বা জীবিত রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, আরও সাত প্রকার রিপু অবশিষ্ট রহিল। এই রিপু তিনটার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চতুরার্য্য সত্য দর্শন ও নির্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানেও তাঁহাদের চতুরার্য্য সত্য দর্শন ও নির্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানের পরেই প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান ও শাস্তি-সুখ উপলব্ধি হয়। এই মার্গ-ফলজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা সকলেই “স্রোতাপন্ন পুদ্গল” নামে অভিহিত হইলেন।

তাঁহার পরে, তাঁহারা পুনরায় বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে সন্ধাদাগামী মার্গজ্ঞান ও ফল-জ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে মার্গ-জ্ঞানে উক্ত সাত প্রকার রিপুর বন্ধন শিথিল ও জীর্ণ হইল মাত্র, কিন্তু একিবারে বিচ্ছিন্ন হইল না। এখানেও মার্গ-জ্ঞানে তাঁহাদের চারি আৰ্য্য সত্য দর্শন ও নির্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানেও তদ্রূপ। ফলজ্ঞানের পরে প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান ও শাস্তি-সুখ উপলব্ধি হইল।

তৎপরে তাঁহারা পূর্ব্ব নিয়মে ভাবনা করিতে করিতে অনাগামী মার্গ-জ্ঞান ও ফলজ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে মার্গ-জ্ঞানে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার রিপুর শিথিল ও জীর্ণ বন্ধনের মধ্যে কাম-রাগ (কামলোকের তৃষ্ণা-বন্ধন) এবং প্রতিঘ (ক্রোধ) এষ্ট দুই প্রকার রিপুর বন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু আরও পাঁচ প্রকার সংযোজন বা বন্ধন রহিল। এখানেও মার্গ-জ্ঞানে দুইটি বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চারি আৰ্য্যসত্য-দর্শন ও নির্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানেও তদ্রূপ। তাঁহার পর, তাঁহারা পূর্ব্বের ভাষে বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে পরিশেষে

অর্হৎ-মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে মার্গ-জ্ঞানে তাঁহাদের উক্ত পাঁচ প্রকার সংযোজন (বন্ধন) যথা—রূপ-রাগ ও অরূপ-রাগ (রূপলোক ও অরূপ লোকের তৃষ্ণা), মান, ঐচ্ছিত্য এবং অবিজ্ঞা, এই সব বন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আর একটিও রহিল না। ফলজ্ঞানেও চারি আর্ধ্য সত্য-দর্শন ও নির্মাণ সাক্ষাৎকার হইল। ইহার পর প্রত্যাবেক্ষণ-জ্ঞান ও শাস্তি-সুখ উপলব্ধি হইল। এই অর্হৎ-মার্গ জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা সকলেই অর্হৎ হইলেন। তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। আনুশেষ হইলে তাঁহারা প্রদীপের দ্বার নির্মাণিত হন অর্থাৎ পরিনির্মাণ প্রাপ্ত হন। নির্মাণের ‘রূপ’ বর্ণনা করা যায় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তবে নাকি এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে যে, “নির্মাণ পরম সুখ—চির শাস্তি,”

পাঠকগণ এখন নিজে নিজেও তাহা তুলনা করিয়া নিতে পারেন। তীর্থযাত্রীদের প্রথমতঃ সেই ছোট রাস্তার একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে দশটা লাইট বা আলো তুল্য নির্মাণাকাঙ্ক্ষী যোগাচারী পুরুষদের লৌকিক বিদর্শন-মার্গেও একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞান, যথা—সংমর্শন-জ্ঞান, উদয়-বার-জ্ঞান, ভজজ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান, নির্বেদ জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতिसংখ্যা-জ্ঞান সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান ও অমূলোম-জ্ঞান।

তৎপরে সেতুর উপরে সেই ‘সার্চলাইট’ তুল্য “গোত্রভূ জ্ঞান।” এই গোত্রভূজ্ঞানটা লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞান-মার্গের মধ্যস্থলেই আছে। তথাপি বিদর্শন-ভাবনার স্রোতে পড়ায় তাহাও বিদর্শন-জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ‘গ্রন্থে’ উক্ত আছে। তাহার পর, যাত্রিগণের মহাতীর্থগামী বড় রাস্তার চারিটি “প্রভাকর” ও চারিটি “জ্যোতিষ্কর” তুল্য মহানির্মাণগামী আধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেও চারিটি মার্গজ্ঞান ও চারিটি ফলজ্ঞান। তথাকার “শাস্তি-কুটির” সদৃশ এখানকার প্রত্যাবেক্ষণ-জ্ঞান ও শাস্তি সুখ উপলব্ধি। তথাকার চারিটি আশ্চর্য্য দৃশ্য তুল্য এখানকার চারি আর্ধ্য সত্য দ্রষ্টব্য। পুনঃ সেই

বড়রাস্তার ‘রূপ’ বর্ণনার সপ্তত্রিংশতি বিবিধ কুসুমবনতুল্য সপ্তত্রিংশবিধ বোধিপক্ষীয় ধর্ম। আর সেই বেনী তুল্য এখানে নীল, শুভ্রতুল্য সমাধি-চিত্ত ও তরুণি ‘আলো’ সদৃশ মার্গ-জ্ঞান ও ফলজ্ঞান দ্রষ্টব্য। তৎপবে আরও তুলনা করুন, সেইখানে নীতল জলকুণ্ড সদৃশ এখানে লোকোত্তর ফল-জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান-সলিলে স্নান করিলেই হিংসা-বিষেবাদি পাপতাপ দূরীভূত হয় এবং দেহ-প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তথাকার যজ্ঞকুণ্ড তুল্য এখানকার লোকোত্তর মার্গজ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান-কুণ্ডে তৃষ্ণাদি ক্লেশরূপ দ্রুতধারা আহতি প্রদান করিলে, অর্থাৎ মার্গ-জ্ঞানে তৃষ্ণাদি ক্লেশ-মল পরিত্যক্ত হইলে—“আহণেয়ো”, “পাহণেয়ো” হইতে পারেন। তাহার পর, ‘দক্ষিণা’, ইহার অর্থও দান বা ভাগ, লোভ-দেষ-মোহাদি ক্লেশ-মল পরিত্যাগ করিলে—“দক্ষিণেয়ো” হইতে পারেন। চতুর্মার্গস্থ চারি জন ও চতুর্ ফলস্থ চারি জন, এই আট জন পুঙ্গলই (আর্য্য পুরুষই) ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসম্ব। এই শ্রাবকসম্ব—“আহণেয়ো, পাহণেয়ো, দক্ষিণেয়ো অন্নলী করণীয়ো, অন্নস্তরং, পুঞ্জক্কেত্তং লোকস্স”, অর্থাৎ এই আর্য্য শ্রাবকসম্ব দানের উপযুক্ত পাত্র, নমস্কারের যোগ্য পাত্র এবং পুণ্যাকাঙ্ক্ষী লোকের পুণ্যবীজ রোপন করিবার শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

উপরে যেই সূদক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তথায় “ব্রাহ্মণ” শব্দের অর্থ—‘বাহিত পাপো’তি ব্রাহ্মণো’, অর্থাৎ বাঁহায় রাগ-দেষ-মোহাদি পাপ সমূহ দিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যিনি অরহৎ তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

আরও একটি বিষয় এই লোকোত্তর মার্গ-চিত্ত একটা ও চিত্তসহ-জ্ঞাত জ্ঞানও একটা, আর ফল-চিত্ত তিনটা, তদনুযায়ী ফল-জ্ঞানও তিনটা। এই কারণে সেই বড় রাস্তার এক শুভোপরি একটি “প্রভাঙ্কর” ইহা মার্গ-জ্ঞানের সহিত তুলনীয় এবং অল্প এক শুভোপরি একত্রে তিনটি

“জ্যোতিষ্কর” ইহা ফল-জ্ঞানের সহিত তুলনীয়। যাহা হউক, বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির তুলনা কার্য্য শেষ করা হইল। এই নিয়মে অবশিষ্ট বিষয় গুলিরও তুলনা করিতে বোধ হয় কাহারও তেমন কষ্টকর হইবে না।

পরিশেষে, ষাঁহারা নির্কোপকামী ও নির্কোপ-মার্গের সন্ধানে আছেন, তাঁহারি ভগবান বুদ্ধ-প্রদর্শিত এই উত্তম ও সোজা পথে আসিলে সিদ্ধমনোরপ হইতে পারিবেন। ষাঁহারি বিপথে বাটয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারিও অর্থাৎ সকলেই এই সুপথে আসুন। ষাঁহারি এই সুপথের পথিক হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে একজন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের বিশেষ দরকার। ভাল পথ-প্রদর্শকের সহায়তায় তাঁহারি এই আর্থ্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ দিয়া যাইতে যাইতে তথাকার অমৃত ফল ভক্ষণ, শাস্তিরস পান ও অপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করতঃ জীবন-রবির অবসানে ‘মহানির্কোপে’ প্রবেশ করিয়া তথায় ‘পরমসুখে’ সুখী হইতে পারিবেন।

শুভমস্তু

—সমাপ্ত—

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাশ্ববির সঙ্কলিত ও অনূদিত—

- ১। প্রজ্ঞা-ভাবনা (বিদর্শন ভাবনা প্রণালী) মূল্য—৥০
- ২। তিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ—(অনুবাদ সহ) মূল্য—৥০
- ৩। ধর্ম-সুধা—(অনুবাদ সহ) মূল্য—৥০
- ৪। কচ্চাব্বন ব্যাকরণ (অনুবাদ সহ) মূল্য—১৥০
- ৫। বালাবতার ব্যাকরণ (অনুবাদ সহ) মূল্য—১ৡ
- ৬। পদমালা ব্যাকরণ (পালি প্রথম শিক্ষার্থীদের পাঠ্য)
মূল্য—৥০

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ শ্ববির সঙ্কলিত ও অনূদিত—

- ৭। বুদ্ধের অভিযান (বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের বিস্তৃত কাহিনী)
মূল্য—১৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীপ্রিয়দর্শী তিক্ষু

সঙ্কম্মালঙ্কার বিহার

কল্লংলা

পোঃ অঃ বুদ্ধপারা, চট্টগ্রাম,

(পূর্ব পাকিস্তান)